মুফতী আবদুল্লাহ মাসঊদ (দাঃ বাঃ)

বীর মুজাহিদ

মোল্লা মুহাম্মদ উমর

তালেবান বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের জন্ম থেকে আরম্ভ করে আমীরুল মুমেনীন হওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত অবস্থা এবং তালেবান বিপ্লবোত্তর সোনালী দিনসমূহের বর্ণনা।

মূল

মুফতী আব্দুল্লাহ মাসউদ

জামিয়া হাম্মাদিয়া করাচী, পাকিস্তান

অনুবাদ

মুফতী আবু জামীল

পয়গামে শুহাদা প্রকাশনী বাংলাদেশ

প্রকাশক

এ, এইচ, মাসউদ

পয়গামে শুহাদা প্রকাশনী বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

১৫ই, মার্চ, ২০০৩ইং

সর্বস্বত্ব

প্রকাশক কতৃক সংরক্ষিত

মূল্য

পঞ্চাশ টাকা মাত্র

অক্ষর বিন্যাস

আল-কাউসার কম্পিউটার্স

মিরপুর, ঢাকা

প্রিন্টিং

মুহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস

লালবাগ, ঢাকা

পরিবেশক

আল-কাউসার প্রকাশনী

পাঠক বন্ধু মার্কেট, (আণ্ডারগ্রাউণ্ড)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইলঃ ০১৭১৩৯১৬৯৭

আল-কাউসার লাইব্রেরী

মুসলিম বাজার, মিরপুর-১২,
পল্লবী, ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান

নিউ রাহমানিয়া লাইব্রেরী

৭৩ নং সাত মসজিদ সুপার
মার্কেট মুহাম্মদপুর, ঢাকা

মোবাইল ঃ ০১৭১-৬৬৭৪৮৯

নকীব বুক হাউজ

২৮/এ-১ টয়েনবী সার্কুলার রোড

মতিঝিল, ঢাকা

মোবাইলঃ ০১৭১-৭৮৭০৮২

ইসলামিয়া লাইব্রেরী

দারুল উলুম মাদরাসা গেইট

বরুড়া পূর্ব বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা

এছাড়াও বাংলাবাজার, চকবাজার,
বাইতুল মোকাররমসহ দেশের
সকল সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরীসমূহে খোঁজ
করুন।

উৎসর্গ

দীনের প্রচার ও প্রসারে যাঁরা নিবেদিত প্রাণ
শাহাদাত যাঁদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য
তাঁদের সফলতার উদ্দেশ্যে।

সূচি পত্র

শৈশব থেকে আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত জীবনী

আমীরুল মুমিনীনের ব্যক্তিত্ব, মোল্লা উমর মুজাহিদের স্বাস্থ্য, পোষাক ও জীবন যাপনের পদ্ধতি

জামিয়া উলূমে ইসলামিয়া বিননূরী টাউন, করাচী-এর প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ
হযরত মাওলানা ফযল মুহাম্মাদ সাহেবের

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জামিয়া হাম্মাদিয়ার উস্তাদ ও মুফতী মাওলানা আবদুল্লাহ মাসউদ সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী) আফগানিস্তানের ভৌগলিক অবস্থা আফগান জাতির ইতিহাস, তালেবান বিপ্লবের আফগানিস্তানের প্রাথমিক অবস্থাও।

অতঃপর আমিরুল মুমেনীন মুজাহিদ মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের জন্ম থেকে আরম্ভ করে আমীরুল মুমেনীন হওয়া পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত একখানা পুস্তিকা রচনা করেছেন শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

আমার ধারণা মতে ইহা এমন একটি গোপন বিষয় যার সন্ধানে প্রত্যেক খাঁটি মুসলমান জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কেননা আফগানিস্তানে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন হওয়ার কারণে বর্তমানে এই দেশ ও তথাকার বাসিন্দাগণ দুনিয়াবাসীর জন্য মনোনিবেশের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে খেলাফত ও খলিফার বরকতময় শিরোনামের কারণে বিশ্ব মুসলিমের মন এই দিকে ধাবিত। এমতাবস্থায় এ রকম একটি পুস্তিকার প্রকাশ অত্যন্ত জরুরী ছিল। আল্লাহর প্রশংসা সময়ের এ দাবিকে হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ মাসউদ অনুধাবনও করেছেন এবং এ দাবি পূর্ণও করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মাওলানার এই মেহনতকে কবুলিয়্যাতের দ্বারা সম্মানিত করুন। আমিন।

ফযল মুহাম্মাদ বিন নুর মুহাম্মাদ

বিননূরী টাউন, করাচী
৮ই রবিউল আউয়াল-১৪২০ হিজরী
২৩ই জুন ১৯৯৯ ঈসায়ী

হরকাতুল মুজাহিদীন সিন্দ ও বেলুচিস্তান-এর সাবেক আমির

মাওলানা আজিজুর রহমান দানেশ সাহেবের

অভিমত

এই সংক্ষিপ্ত সংকলনে মাওলানা মুফতী আবদুল্লাহ মাসউদ (মাদ্দা যিল্লুহুল আলী) জিহাদী শিরোনামে ঐতিহাসিক আফগানিস্তানের গোপন বিষয়াদিকে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে নিয়ে আসার সাথে সাথে মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের (দাঃ বাঃ) জীবনীকেও সর্বসাধারণের কাছে পেশ করেছেন। যেটিকে একজন মুসলমান পাঠ করার পর একটি কাগজের নৈপুণ্যে নিজের গন্তব্যস্থান তালাশ করার সাথে সাথে নিজের জীবনের মাকসাদ নির্ধারণ করতে পারে। মুফতী আবদুল্লাহ মাসউদ (মাদ্দা যিল্লুহুল আলী)কে আল্লাহ তায়ালা যে রকম উলূমে দীনিয়্যাহ তথা দ্বীনী ইল্‌মসমূহে যোগ্যতা দান করেছেন, তেমনি আল্লাহ পাক তাকে এ সম্মানও দান করেছিলেন যে আফগানিস্তানের জিহাদের সময় শহীদ কমান্ডার আবদুর রশিদ (রহ.), শহীদ কমান্ডার সাজ্জাদ আফগানী (রহ.), শহীদ কমান্ডার শাব্বির আহমদ (রহ.) তাদের মত ব্যক্তিবর্গের সাথে জিহাদে শরীক ছিলেন। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই এই সংকলন মুসলিম জাতিকে দ্বীনী ফায়দা পৌঁছাবে। এবং মুফতী আবদুল্লাহর জন্য আখেরাতের ধন-ভাণ্ডার।

আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন তার এই সুন্দর প্রচেষ্টাকে কবুলিয়্যতের সম্মান দান করেন।

আল্লাহই তাওফীক দাতা ও প্রার্থনা কবুলকারী।

আজিজুর রহমান দানেশ

প্রসঙ্গ কথা

এ পুস্তিকায় তালেবান আন্দোলনের স্থপতি আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ কান্দাহারীর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাটি যদিও অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমীরের জন্য খুবই নগন্য, তবুও যাতে তাঁর জন্ম দিন থেকে আমীরুল মুমিনীন হওয়া পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে কিছু না কিছু আলোচনা হয়ে যায় সে চেষ্টা অবশ্যই করা হয়েছে। বিশেষতঃ এতে এমন একটি দুর্লভ লেখাও উপস্থাপিত হয়েছে যা আমীরুল মুমিনীনের নিজের মুখেই বর্ণিত এবং তা অনেকেরই অজানা। তিনি নিজেই একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সর্বপ্রথম কোথা থেকে কিভাবে তাঁর তালেবান আন্দোলনের সূচনা করেন। লেখাটি পড়লে অনুমান করা যায় যে, প্রথম থেকেই এ আন্দোলনের সাথে আল্লাহর সাহায্য বিদ্যমান রয়েছে। এ আন্দোলনের সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি এটাই যে, বাহ্যিক আসবাব থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এখলাস, একতা ও আলেমদের সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল। তাই পুরো বিশ্ববাসীই দেখতে পেয়েছে যে, সহায় সম্বলহীনভাবে কাজ শুরু করে অগ্রসর হওয়ার পর একের পর এক কিভাবে ঐতিহাসিক বিজয় চলতে থাকে। যা দুনিয়ার বুকে জেহাদের ইতিহাসে সংযোজন করে এক বিরল অধ্যায় এবং এ পবিত্র আন্দোলনের ধারাবাহিকতার ফলে সারা দুনিয়ার বুকে খেলাফতে রাশেদার পর এটিই একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাতে ১০০% শরীয়তের আহকাম চালু করা হয়েছিল।

এ আন্দোলনের স্থপতি এবং সকল কর্মীগণ অন্য কোন জাতি নয়, বরং এরা বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপেরই সাবেক কর্মী। কিন্তু যখন মুজাহিদ কমাণ্ডারগণের কেউ কেউ দুনিয়ার লোভে পড়ে জেহাদের ফলাফল এবং শহীদদের কোরবানীকে ভূলুণ্ঠিত করতে উদ্যত হল তখন এ মুজাহিদদেরই কিছু সংখ্যক লোক এখলাস, একতা এবং ওলামায়ে কেরামদের মূল্যায়নের ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করলেন, যার বদৌলতেই আল্লাহ তায়ালা তাঁদের পুরোপুরি সাহায্য করেছেন। কিন্তু বর্তমানে পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রাপ্ত খবরের কারণে শ্রোতাদের অনেকেই আফগানিস্তানের তালেবান আন্দোলনকে খুবই নগন্য মনে করেন। অথচ এটি কোন নগন্য আন্দোলন নয়। বরং এটি হলো সাবেক জেহাদেরই মুহাফিয। আবার কিছু লোক বর্তমান তালেবান আন্দোলনের বিদ্যুৎগতি বিজয় দেখে নিজ নিজ দেশে গণ অভ্যুত্থানের সুসংবাদ দিতে দেখা যায়। অনেক সাদাসিধে মানুষকে ইরানের বিপ্লবকে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করে একে অন্যকে

আবেগাপ্লুত সুরে বক্তৃতা করতে শোনা যায় যে, এখন সময় এসেছে ইসলামী বিপ্লবের। তারা অপর পক্ষকে মনে করে খেলাফতের দাবীদার। কিন্তু তারা নিজেদের সফরের বাহন হিসেবে রাজনীতির রেলগাড়ীকেই বেছে নিয়েছে আর এটি মূলতঃ সে রেলগাড়ীই যা হিন্দুস্থান বিভক্তির পঞ্চাশ বছর গত হয়ে গেলেও স্বীয় অভিবাদনকারীদের অপেক্ষায় অপেক্ষমান রয়েছে।

কওমের ফিকির নিয়ে ব্যস্ত রাজনীতিবিদগণ তো বিপ্লব, ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন আন্দোলন ও আন্দোলনের স্থপতিদের নামে জঙ্গলে মঙ্গলের ধুয়া তুলে, বিশ্ব শান্তির দূত, আফগান ভাইদের মঙ্গলকামী ও পাকিস্তানের বুনিয়াদী মুহাফিযগণ আফগান জেহাদের কয়েক বৎসর পরও আফগান ট্রাজেডী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে কোন সমাবেশের আয়োজন করে সমস্যা সমাধান করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন এবং বিশেষ বিশেষ বড় বড় রাজনীতিবিদগণ কোন ফাইভস্টার হোটেলে গোল টেবিল কনফারেন্স করে সমস্যা সমাধানের রাস্তা বের করে নেওয়ার পক্ষপাতি।

আবার অনেক চিন্তাবিদ আফগান জেহাদের জন্য বহির্বিশ্ব হতে সমর্থন যোগানো এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও রক্তের নদী অতিক্রমকারী মুজাহিদদের আলোচনা করা, তাদেরকে বাহবা দেওয়া, তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে আবদ্ধ কুঠুরীতে মোবারকবাদ জানানো, অনুরূপ এই নেক সংবাদটি পত্র-পত্রিকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা এবং ক্যামেরায় ছবিগুলো ধরে রাখার ব্যবস্থা করা এবং এ সকল সমাবেশ ও কনফারেন্স শেষে এয়ার কন্ডিশন্ড কামরায় গ্রীণ লাইটের নিভো নিভো মিষ্টি আলোতে আড়ম্বরপূর্ণ দাওয়াতের ব্যবস্থা করে জেহাদ তথা আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার আযিমুশ্বান দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পক্ষপাতি এবং তাঁরা এভাবে একটি কনফারেন্স শেষ করে আরেকটি কনফারেন্সের ব্যবস্থা করার কথা ভাবতে ভাবতে নিজ আবাস গৃহের দিকে তাশরীফ নিয়ে যান।

যদি জেহাদের অর্থ ও উদ্দেশ্য এটাই হয়। তাহলে আমরা হিমালয় পর্বতের এ সুউচ্চ শৃঙ্গকে আরো অনেক আগেই জয় করে নিয়েছি।

এটি কোন চটকদার লেখা নয়, বরং একটি বাস্তব সত্য। তাদের ওয়ারিশগণ আজো এ মতাদর্শে বিশ্বাসী। কোন এক রাজনৈতিক দলের একজন লিডার নিজেকে উন্মুক্ত হৃদয়ের অধিকারী মনে করত। তাঁকে এক প্রদেশের কেন্দ্রীয় সেনা ছাউনী কব্জা করার পর দাওয়াত দেওয়া হল। অনেক অনুরোধের পর তিনি আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমিতে আগমন করতে রাজি হলেন। কোনমতে যখন তিনি তাঁর সফর সম্পন্ন করলেন। আজও পর্যন্ত তার রুহানী আওলাদগণ এ রাজনীতিবিদের বিজয়সূচক সফরকে বাদশাহ ইস্কান্দারের স্বর্ণযুগের সাথে তুলনা করে এবং তাকে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর বাহাদুরী, তারেক বিন যিয়াদের

তাওয়াক্কুল ও মুহাম্মাদ বিন কাসিমের জিহাদের বাস্তব ওয়ারিশ বলে সাব্যস্ত করে। এরা তালেবান আন্দোলনের বিজয় দেখে আরও আত্ম অহমিকায় ফেটে পড়ে। এ সকল মুরুব্বীদের খেদমতে বিনীত আরয যে, জেহাদের এই কাজ শুধু গোল টেবিল কনফারেন্সে, হোটেলে বল রুমে মধ্যাহ্ন ভোজে অথবা ইফতার পার্টিতে যোগ দেয়ার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না। বরং জেহাদ হল একটি খাঁটি আমলী কোরবানীর নাম। যদি এ সকল কনফারেন্সই জেহাদ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মদীনা মুনাওয়ারা মসজিদে নববীতে বসে বক্তৃতা দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করতেন। কিন্তু তিনি এরূপ করেননি।

এ জেহাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া শুধু দ্বীনদার লোকদের ওলামায়ে কেরামের অথবা মাদ্রাসা পড়ুয়াদের দায়িত্ব নয়; বরং এটি উম্মতের প্রতিটি লোকেরই দায়িত্ব। এ দায়িত্বকে শুধু পয়গাম্বরদের উপর সীমিত করে বনী ইসরাঈল আজো পর্যন্ত তিরস্কৃত। তারা রাসূলে খোদা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল-

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ

"তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে জেহাদ কর। আমরা এখানেই বসে থাকব।"

হ্যাঁ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রথমে জেহাদে কিছু লোক ব্যক্তিগত ভাবে অথবা দলের ব্যানারে জেহাদে অংশ নিয়েছিল, তবে এ বিরাট রাষ্ট্র এবং তার দীনী জিম্মাদারীর দৃষ্টি কোণ থেকে সাহায্য না হওয়ার মতই ছিল।

জেনারেল জিয়াউল হক এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সেনাবাহিনী আফগান জেহাদে বিরাট ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিছু লোক বহির্বিশ্বের ষড়যন্ত্রের শিকার ছিল। আবার কিছু লোক সম্পদ আহরণে ব্যস্ত ছিল, তারা জেহাদের বিরোধিতা করতে এবং মুজাহিদদেরকে পেরেশান করতে একটুও কার্পণ্য করেনি। যেমন–

একবার আমি (লেখক) আরব মুজাহিদদের একটি গ্রুপের সঙ্গে সফরে ছিলাম। ঐ গ্রুপের আমাদের কাছে মুজাহিদদের ব্যবহারের ফৌজি বোট ছিল। এটি পাকিস্তানের সীমান্তে একটি কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল। পথিমধ্যে পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী একটি দল তল্লাশির বাহানায় বোটের প্রতিটি বস্তা চেক করল। একজন পাক সৈন্য একজোড়া জুতা নির্বাচন করে বলল যে, এটি আমাকে দিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হব। আমাদের আরব আমীর "না" সূচক জবাব দিলেন।

সীমান্ত রক্ষী বলল-তাহলে একটি আমার নিকট বিক্রয় করে দেওয়া হোক। কিন্তু আরব মুজাহিদের জবাব "না" সূচকই ছিল। যখন রক্ষী হেরে গেল, তখন সে আমাদের নিকট কাগজপত্র, রশিদ ও কমান্ডারদের প্রত্যয়ন পত্র চাইতে শুরু করল, অথচ দুই মিনিট আগে সে আমাদেরকে এগুলোর কথা জিজ্ঞেসও করেনি। মোটকথা উভয় পক্ষই উত্তেজিত হয়ে গেল। অবশেষে উক্ত চৌকির এক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় উক্ত জুতা আফগানিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়ার আমরা অনুমতি পেলাম।

আফগানিস্তানের জেহাদ ও তালেবান আন্দোলনের পদ্ধতিতে আন্দোলন গড়ে তুলে সাফল্য অর্জনের স্বপ্নে যারা বিভোর তাদেরকে বলছি- প্রথমতঃ আপনারা মুসলিম হয়ে যান, তারপর সেই একতা অর্জন করুন, যে একতাকে আফগান মুজাহিদগণ প্রথমে জেহাদের কাজে লাগিয়েছেন, যার ফলে কমিউনিষ্ট শাসন আফগান ভূমি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। আর এ এখলাছ ও একতাকে কাজে লাগিয়ে কাছে-দূরের ও দিক- দিগন্তের সকল মানুষকে তালেবানরা হতবাক করে দিয়েছে। যদি এখলাছ, একতা ও ওলামায়ে কেরামের সঠিক মূল্যায়ন বিদ্যমান থাকে, তাহলে এদেশে আর কোন জিনিসের অভাব নেই। উক্ত তিনটি জিনিস যখন কোন আন্দোলনে বিদ্যমান থাকবে, তখন ঐ যুদ্ধের ময়দানে প্রতিটি অঞ্চলে ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হবে। ঘোরতর দুশমনরাও বন্ধুত্বে পরিণত হবে। গভীর সমুদ্রে পথ তৈরী হবে। শুধুমাত্র সে সকল নিয়ম-কানুনগুলোর প্রয়োজন যেগুলো হযরত মূসা (আঃ) ব্যবহার করে কামিয়াব হয়েছেন। সে নিয়ম কানুনগুলো ব্যবহৃত হয়েছে আফগান জেহাদেও। কারণ আফগানদের খোদা, তিনি সিন্ধী, পাঞ্জাবী ও বেলুচীদেরও খোদা। যে খোদা আফগানিস্তানে ফেরেশতা অবতীর্ণ করতে সক্ষম, তিনি এখানেও সেরূপ ক্ষমতার অধিকারী। বর্তমানে অন্যের কাজের হিসাব দেখার চেয়ে নিজের কাজের হিসাব মিলানোই বেশী জরুরী। এখন নারা ধ্বনির চেয়ে ইসলামের সৈন্যদের প্রকৃত পথ অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। একজন কবি খুবই সুন্দর বলেছেন-

কুফুরী শক্তি দিয়েছে মাথাচাড়া, ওহে নওজোয়ান!
বিশ্বব্যাপী জুলুমের অন্ধকার ছেয়ে গেছে, হে নওজোয়ান!
নতুন শক্তি নিয়ে এসেছে বাতিল, ওহে নওজোয়ান!
ঝাঁপিয়ে পড়ো যুদ্ধের ময়দানে, বিলিয়ে দিতে প্রাণ।
ওহে ইসলামের জানবায সৈন্যদল!
কুরআনী শিক্ষাকে মাপকাঠি বানিয়ে,
আল্লাহর দরবারে নিজ মাথা ঝুঁকিয়ে।
পূর্ণ শক্তিতে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে
আগে বাড়ো আগে বাড়ো শক্ত পায়ে।
ওহে ইসলামের জানবায সৈন্যদল!
ওহে হকের পূজারী সত্যের নকীব!
ওহে মিম্বরের অনল বর্ষী খতীব!
ওহে যার কাব্যে ও সাহিত্যে বর্ষে অনল বারি!
এখন কলম ভেঙ্গে বানিয়ে নাও তরবারি।
ওহে ইসলামের জানবায সৈন্যদল!

আফগানিস্তানের মানচিত্র ও ঐতিহাসিক পটভূমি

আফগানিস্তান এশিয়া মহাদেশের মাঝখানে অবস্থিত। তার উত্তর দিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। বর্তমানে উত্তর দিকে রয়েছে তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান। উত্তর পূর্বদিকে আছে তাজিকিস্তান, পূর্বে চীন, দক্ষিণ পূর্বে পাকিস্তান এবং পশ্চিমে অবস্থিত ইরান।

আফগানিস্তানের মোট আয়তন ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার (৬,৫২,০০০) বর্গকিলোমিটার এবং তাতে ঊনষাট শতাংশ (৫৯%) পখতুন, ঊনত্রিশ শতাংশ (২৯%) তাজিক, পাঁচ শতাংশ (৫%) তাজিক ও তিন শতাংশ (৩%) হাজারা গোষ্ঠী বসবাস করে। রাজধানী ও সবচেয়ে বড় শহরের নামঃ কাবুল। ভাষাঃ পশতু ও ফারসী, ধর্মঃ ইসলাম এবং মুদ্রাঃ আফগানী।

আফগান জাতি কার বংশধর

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী এবং খৃষ্টাব্দ দশম শতাব্দীতে সুলায়মান পাহাড়ের উপর আফগানদের পূর্বপুরুষ আব্দুর রশীদ কায়সের রাজত্ব ছিল। তার তিন পুত্র ছিল (১) গারগাস্ত (২) বিটনী ও (৩) সিরকন। গোর পাহাড় হতে সুলায়মান পাহাড় পর্যন্ত এলাকা তাদের দখলে ছিল। কথিত আছে যে, আফগান জাতি এ তিন জনেরই বংশধর।

আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরাম ও সুফী সাধকগণ

আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমিতে উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকজন সুফী সাধক ও ওলামায়ে কেরাম জন্মগ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) মুহাম্মদ ইবনে আকরাম (রহঃ), আবু ইসহাক জাওযেজানী (রহঃ), ইবরাহীম আদহাম (রহঃ), আবু সুলাইমান মুসা (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), আবু মাশার বলখী (রহঃ), ইবনে কুতাইবা মারওয়াযী (রহঃ), ইবরাহীম ইবনে তালহা (রহঃ), মুহাদ্দিস বাসানী (রহঃ) ও ইবরাহীম ইবনে রুস্তম মারাবী (রহঃ) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল বিরুনী, ইবনে সীনা, ইবনে মাসকূয়া, আবুল ফযল বাইহাকী নাসরুল্লাহ, মুযাফফিক হারাবী, আবুলহীন হাযুইরী (দাতাগঞ্জ বখস (রহঃ)) ফেরুসী, তূসী, উনসুরী, মনূ চেহরী, সানাঈ, নাসের খসরু, আবুল ফরজ রুফী এবং মুখতারী গজনবীর মত জ্ঞানীগণ জন্ম নিয়েছেন।

আফগানিস্তানের সময়, সীমানা, প্রসিদ্ধ শহর, বিমান বন্দর, ক্যান্টনমেন্ট, প্রসিদ্ধ রাজপথ, তার দূরত্ব ও বাণিজ্যিক পথ পরিচিত

আফগানিস্তান দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় একটি পাহাড়ঘেরা দেশ। সময়ের ব্যবধান পাকিস্তানের তুলনায় আধা ঘন্টা পিছনে থাকবে। আফগানিস্তানের মোট আয়তন ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার বর্গ কিলোমিটার। পুরাতন বই পুস্তকে দেখা যায় যে, আফগানিস্তানের মোট আয়তন হল সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আফগানিস্তানের মানচিত্র বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল এই যে, প্রায় এক লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের চেয়েও অধিক এলাকা জোরপূর্বক ভাবে ইরান দখল করে রেখেছে। যা বর্তমানে বেলুচিস্তান ও খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত। ইরানের ভয় হল এই যে, তালেবান রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে গেলে আফগানীরা তাদের এলাকা ফেরৎ চাইতে পারে।

আফগানিস্তানের সীমানা ঃ পশ্চিমে ইরানের সাথে রয়েছে ১৩০০ কিলোমিটার। দক্ষিন পূর্বে পাকিস্তানের সাথে রয়েছে ২৩০০ কিলোমিটার, চীনের ১৫০ কিলোমিটার এবং উত্তরে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানের সাথে রয়েছে ৩২৪০ কিলোমিটার।

আফগানিস্তানের ৬টি কেন্দ্রীয় শহর রয়েছে, (১) রাজধানী কাবুল (২) জালালাবাদ (৩) পশ্চিম আফগানিস্তানে হেরাত (৪) দক্ষিণ আফগানিস্তানে কান্দাহার (৫) মধ্য আফগানিস্তানে গজনী (৬) উত্তর আফগানিস্তানে মাজার-ই-শরীফ। এ সকল বড় বড় শহরগুলো তালেবানদের দখলে।

আফগানিস্তানে দুটি বড় বড় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রয়েছে। (১) রাজধানী কাবুলের খাজা রওয়াশ (২) কান্দাহার বিমান বন্দর, এগুলোও তালেবানদের দখলে। রাজধানী কাবুল এবং কান্দাহারের বিমান বন্দর ছাড়াও তালেবানদের নিকট আরো দশটি বিমান বন্দর আছে।

(১) জালালাবাদ বিমান বন্দর, (২) হেরাত বিমান বন্দর, (৩) ফারাহ প্রদেশে শীন ডান্ডের বিমান বন্দর, এ তিনটি বিমান বন্দর বেশ বড়, এগুলোর মধ্যে বড় ছোট সব ধরনের বিমান উঠা-নামা করতে পারে। (৪) নিমরোজ বিমান বন্দর, (৫) গোর বিমান বন্দর, (৬) গজনী বিমান বন্দর, (৭) খোস্ত বিমান বন্দর, (৮) গারদেজ বিমান বন্দর, (৯) হেলমন্দ বিমান বন্দর ও (১০) কুন্দুজ বিমান বন্দর।

আফগানিস্তানে দশটি বাণিজ্যিক শহর রয়েছে। যথা- (১) কান্দাহার (২) হেরাত (৩) জেরাঞ্জ (নিমরোজ) (৪) জালালাবাদ (৫) খোস্ত (৬) আসাদ আবাদ (৭) কুন্দুজ (৮) মাজার-ই-শরীফ (৯) কাবুল (১০) গজনী। এ সকল বাণিজ্যিক শহরগুলোও তালেবানদের দখলে।

বহির্বিশ্বের সাথে সড়ক পথে যোগাযোগের জন্য আফগানিস্তানে দশটি বাণিজ্যিক গেট আছে। যথা- (১) মনের সাথে স্পেন বোল্ডাক (২) পেশাওয়ারের সাথে তূরে খাম (৩) তুর্কমেনিস্তানের সাথে তূর গান্ডি (৪) ইরানের মাশহাদ যাহেদানের সাথে জেরাঞ্জ (৫) মিরান শাহ এর সাথে গোলাম খান (খোস্ত) (৭) তাজিকিস্তানের সীমানার সাথে বন্দর শেরখাঁন (৮) দক্ষিণ উজিরস্তানের নিকট বারমাল (৯) বাজোড় এজেন্সীর নিকট মারওয়ারী (১০) উজবেকিস্তানের সীমান্তের সাথে হেরতান বন্দর এসকল বাণিজ্যিক গেটগুলোও তালেবানদের দখলে রয়েছে।

আফগানিস্তানের কয়েকটি প্রসিদ্ধ মহাসড়ক

(১) চমন কান্দাহারের মহাসড়ক ১০১ কিলোমিটার। (২) কান্দাহার, হেরাত ও তূর গেন্ডীর মহাসড়ক ৬৭৯ কিলোমিটার। (৩) ইসলাম কেল্লা ও হেরাত মহাসড়ক ১২৪ কিলোমিটার। (৪) কাবুল ও কান্দাহার মহাসড়ক ৪৮৩ কিলোমিটার। (৫) কাবুল ও তূর থাম ও জালালাবাদ মহাসড়ক ২৩২ কিলোমিটার। (৬) কাবুল কুন্দুজ শেরখান বন্দর মহাসড়ক ৪০৫ কিলোমিটার। (৭) কাবুর ও মাজার-ই-শরীক মহাসড়ক ৪৫০ কিলোমিটার।

আফগানিস্তান তালেবানদের পূর্বে

প্রায় তিন বৎসর ধরে, কাবুল শহরে বুরহানুদ্দীন রব্বানী ও হেকমতিয়াবের মাঝে যে যুদ্ধ বিদ্যমান ছিল তার ফলে পুরো এলাকায় বিশৃংখলা ছেয়ে গিয়েছিল এবং পুরো আফগানিস্তানে প্রত্যেক মুজাহিদ গ্রুপের অধীনে এক একটি এলাকায় আলাদা আলাদা রাজত্ব ছিল। এ সুযোগে অপরাধীরা বিভিন্ন অপরাধ শুরু করে দিয়েছে। এমন অপরাধও তারা করতে আরম্ভ করল, যা দেখে কুকুর-শুকরও লজ্জিত হত। যেমন- ব্যভিচার, ছিনতাই ও ডাকাতি ইত্যাদি।

যে এলাকায় যার ক্ষমতা ছিল সে সেখানে সড়কের উপর একটি চেকপোষ্ট তৈরি করত এবং মানুষের নিকট টেক্স ইত্যাদির বাহানায় সম্পদ আদায় করত। অনেক অপরাধী ও কাফের মহিলাদের চেহারা খুলতে বাধ্য করত, যদি সে যুবতী

হত তাহলে তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিত, যদি সেখানে তার আত্মীয়-স্বজনরা বাধা প্রদান করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করে ফেলত। এ সকল লোকেরা বিশেষতঃ ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার লোকদের ঘরে হানা দিয়ে সকল ধন-সম্পদ লুট করত, মহিলাদেরকে জোরপূর্বক ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেত। নির্যাতিতরা একমাত্র আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করা ব্যতীত কোন উপায় দেখত না। কারণ সেখানে কারো কোন ক্ষমতা ছিল না এবং কেউই নিরাপদ ছিল না। শাসকবৃন্দ প্রভাবশালী ও নিরাপত্তা বিধানকারীগন কাবুল শহরে দিবারাত্র যুদ্ধ ও খুন-খারাবীতে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

লোকটি বলল আমিই খোদা

কান্দাহারের পাশে ডাকাতরা একবার একটি ভাড়ার খালি গাড়িকে আটক করল এবং ড্রাইভারের নিকট কিছু টাকা চাইল ড্রাইভার অনেক আপত্তি করল এবং বলল, আমি এখনি ঘর থেকে বের হয়েছি এখনও এক টাকাও উপার্জন করতে পারিনি। এখন উপার্জন করব, তারপর তোমরা যত টাকা চাও দিয়ে দিব। কিন্তু ডাকাতরা বলল, টাকা দেওয়া ব্যতীত কোন উপায় নেই।

ড্রাইভার বলল, আল্লাহকে ভয় কর। আমি একজন দরিদ্র লোক, আমার কাছে এক টাকাও নেই। তারা তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে অফিসে নিয়ে গেল। সেখানে তারা তাকে একজন কুশ্রী লোকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল যার মুখে দাড়ি ছিল না এবং গোঁফ ছিল বড় বড়। সে নেশায় মত্ত ছিল।

ডাকাতরা লোকটিকে বলল যে, এ ড্রাইভার বলছে যে, আল্লাহকে ভয় কর। আমি একজন দরিদ্র লোক। তখন শয়তানের মত লোকটি বলল- আমিই খোদা। আমি তোমাকে তাদের দাবীকৃত টাকা আদায়ের হুকুম দিচ্ছি। নইলে তাদেরকে আমি তোমাকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে দিব। এভাবেই অপরাধীরা কুফুরী কাজে লিপ্ত হয়ে গেল। এ জাতীয় হাজারো দুঃখজনক ঘটনা রয়েছে যেগুলো আমি সময় সংকীর্ণ হওয়ার কারণে বর্ণনা করতে পারছিনা।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া

এমতাবস্থায় পনের জন ছাত্র দাড়িয়ে গেল যাদের আমীর ছিলেন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ। তিনি কান্দাহারের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও মুফতী সাহেবদের নিকট এ সকল কাফের, অপরাধী ও ডাকাতদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ফতোয়া চাইলেন।

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের নেতৃত্বে তালেবানদের প্রথম যুদ্ধ

তখন তাঁরা সকল অপরাধী লোকদেরকে তাদের অপরাধের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে দিলেন। মোল্লা ওমর ও তাঁর সাথীরা আল্লাহর উপর ভসরা করে ডাকাতদের একটি কেন্দ্র সাঙ্গে হেসারের নিকট বাশমুলে গেলেন। পনের জন ছাত্র ক্লাসিনকভ দ্বারা সজ্জিত হল, আর পনের জন ছাত্র ছিল অস্ত্রবিহীন। সেখানে গিয়ে ছাত্ররা তাদের গতিরোধক শিকল ও বাঁশ সরিয়ে ফেলা সম্পর্কে আলোচনা করল। অতঃপর তাদেরকে অন্যায়ভাবে টেক্স আদায় করতে নিষেধ করলে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। ছাত্ররা তাদের কাছে থেকে অস্ত্র-শস্ত্র নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিল। তাদের নিকট দুজন মহিলার লাশও পাওয়া গেল। ছাত্ররা নিহত মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা হত্যার কথা স্বীকার করল। তারা সকলে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় ছাত্ররা তাদের সকলের উপর কেসাসের হুকুম জারী করল।

মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে তালেবানদের দ্বিতীয় যুদ্ধ

যখন ছাত্ররা জানতে পারল যে, পলায়নরত অপরাধীদের একটি বিরাট দল পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি স্পেন বোল্ডাক এলাকায় একত্রিত হয়েছে, তখন বীর ছাত্ররা সেদিকে রওয়ানা দিল এবং পূর্ণশক্তি নিয়ে তাদের উপর হামলা শুরু করে দিল। ফলে পলায়নরত অপরাধীরা পরাজিত হল। পলায়নের সময় তারা বহুসংখ্যক হালকা ও ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে যেতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধের পর ছাত্র ভীতি আরও বৃদ্ধি পেল।

দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার দাবী

তারপর মোল্লা ওমর মুজাহিদ কান্দাহারের আমীর গুল আগার নিকট দাবী জানালেন যে, যেন তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ছাত্রদের হাতে ছেড়ে দেন। কারণ তিনি কান্দাহারে নিরাপত্তা, ন্যায় বিচার ও ইসলামী আইন চালু করণে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলেন এবং কান্দাহার অপরাধ ও অন্যায়-অবিচারের আঁখড়া বনে গিয়েছিল।

মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে তালেবানদের তৃতীয় যুদ্ধ

কিন্তু গুল আগা এতে অসম্মতি জানাল এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। ছাত্ররা অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের উপর বিজয় লাভ করল এবং তাদের থেকে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে নিল। ছাত্ররা সদর দফতরে প্রবেশ করে এ ঘোষণা করে দিল যে, একমাত্র কোরআন ও সুন্নতই আমাদের পথ।

ইসলাম আমাদের ধর্ম। প্রত্যেক মুসলমানের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করা আবশ্যক। যেন প্রতিটি মুসলমান শরীয়তের আহকাম মেনে চলে এবং ইসলামের নিদর্শন সমূহের সম্মান প্রদর্শন করে এবং সকল অপছন্দনীয় ও গোনাহের কাজ ছেড়ে দেয়। আরও ঘোষণা করলেন যে, যে কেউ যে কোন ধরণের অপরাধ করবে চাই যেনা করুক, ডাকাতি করুক, পুং মৈথুন করুক কিংবা হত্যাই করুক তার উপর আল্লাহর আইন জারী করা হবে। চাই সে ধনী হোক, দরিদ্র হোক, নেতৃস্থানীয় লোক হোক অথবা সাধারণ লোকই হোক। এ সকল সুস্পষ্ট ঘোষণার কারণে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেল। এবং কান্দাহারে মুসলমানগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। নারীদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ইসলামের হেরেমে তারা শান্ত ও নিরাপদ।

মোল্লা নকীবের তালেবান আন্দোলনে অন্তর্ভুক্তি

মোল্লা নকীব আখন্দজাদা যখন ছাত্রদের (তালেবান) আন্দোলনের সুফল (অর্থাৎ শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায় বিচার ও অপরাধীদের ধরপাকড় এবং কান্দাহারে শরীয়তের আহকাম চালু হওয়া) দেখতে পেল। তখন তিনি নিজ দলবল নিয়ে তালেবানদের সাথে মিলিত হয়ে গেলেন এবং তাঁর কাছে যে সমস্ত ভারী ও হালকা অস্ত্র ছিল সেগুলো আন্দোলনের নিকট সোপর্দ করে দিলেন। তার দলে বার হাজার (১২,০০০) সৈন্য ছিল।

রব্বানীর প্রতিনিধি কান্দাহারে

মোল্লা নকীব ছিলেন বোরহানুদ্দীন রব্বানীর জঙ্গী কমাণ্ডার। তাই তাঁর সমর্থনে আন্দোলন আরো অনেক মজবুত হয়ে গেল। এবং বোরহানুদ্দীন রব্বানী ও এতে আনন্দিত হলেন। যখন তিনি মোল্লা নকীবের তালেবানদের সাথে মিলে যাওয়ার খবর পেলেন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তালেবান আন্দোলন একটি ইসলামী আন্দোলন। তিনি তাঁর মুমিন ও মুজাহিদ কমাণ্ডার মোল্লা নকীবকে খুবই বিশ্বাস করতেন। তারপর রব্বানী কান্দাহারে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালেন। তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলে ছিলেন তথ্যমন্ত্রী মুহাম্মাদ ছিদ্দীক চকরী, শিক্ষামন্ত্রী শায়খ জলীলুল্লাহ এবং হেরাতের আমীরের প্রতিনিধি তূরণ ইসমাঈল। প্রতিনিধি দলটি মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদকে বললেন যে, আমরা আপনাকে নিজেদের পক্ষ থেকে এবং রব্বানীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার কারণে মোবারকবাদ পেশ করছি।

৪০০০ মিলিয়ন টাকা গ্রহণে অস্বীকৃতি

তারপর তাঁরা চার হাজার মিলিয়ন আফগানী টাকা পেশ করে বললেন যে, এটা হলো রব্বানী হুকুমতের পক্ষ থেকে আপনাদের ইসলামী আন্দোলনের সহযোগিতা স্বরুপ সামান্য অনুদান। কিন্তু মোল্লা ওমর ও মজলিসে শুরার সমস্ত সদস্য তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁরা বললেন যে, আমরা আপনাদের কে স্বাগত জানাই এবং আপনাদের কে মূল্যায়ন করি। সাথে সাথে আমাদের এ আন্দোলনের সহযোগিতা কামনা করি এবং আপনাদের অধীন পুরো এলাকায় ইসলামী আইন জারী করার দাবী জানাই, আপনারা আপনাদের দল থেকে কমিউনিষ্টদেরকে বের করে দেন এবং হুকুমতের সকল পা থেকে মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে দেন।

ছাত্ররা আল্লাহ তায়ালার নুছরাত ও সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো কান্দাহারকে অপরাধী বিদ্রোহীমুক্ত করে ফেলল। এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করল।

মোল্লা ওমর পুনরায় ঘোষণা করলেন যে, ইসলাম আমাদের ধর্ম। ইসলামের নির্ধারিত আইনই আমাদের বিচারক। আল্লাহর আইন জারী করার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ও সাধারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলেই সমান। কোরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করার মধ্যেই সফলতা নিহিত।

মোল্লা উমরের আমীরুল মুমিনীন হিসেবে নির্বাচন

তারপর কান্দাহারের ওলামা-মাশায়েখগণ ও ছাত্ররা কান্দাহার শহরে সমাবেত হল। ১৩ এপ্রিল ১৯৯৭ সালে মোল্লা ওমরকে নিজেদের আমীর হিসেবে সিদ্ধান্ত দিল। ফলে আফগানিস্তানের সমস্ত ছাত্র (ফার্সী, তাজিক, উজবেক এবং পশতু ভাষার) এক আমীরের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে গেল। এভাবে ছয়টি মুজাহিদ গ্রুপের সমস্ত ওলামা-মাশায়েখ তাঁর পতাকাতলে সমাবেত হলেন এবং জেহাদের ময়দানের শাহ সওয়াররা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করল--

জুলুমের রাত গিয়েছে কেটে, হয়েছে এখন ভোর
আঁধারের চাদর গিয়েছে উঠে, পেয়েছে প্রকাশ নূর
চারিদিকে দেখ আলোর খেলা, বইছে শান্তির বায়ু।
এখনি হয়ে যাবে শেষ, ভোরের লালিমার আয়ু।
আমরাই হব এদেশের মানুষের শান্তির দূত॥

ইসলাম শিখায়না মানুষকে, পরস্পর হানাহানি।
হোক না সে শেতাঙ্গ হোক না কালো, সমান সকলি।

নয় রুশী আর নয় ফিরিঙ্গি সভ্যতা মোদের।
এ যখম করেছে প্রবাহিত, অনেক রক্ত মোদের।
আমরাই হব এদেশের মানুষের শান্তির দূত॥
এদেশে থাকবেনা কোন, সম্পদের পূজারী।
এদেশে থাকবে না কোন, মানুষের শিকারী।
এদেশে থাকতে দিব না মোরা, নির্যাতন ও জুলুম,
দেখা যাবেনা আর কোন জালেম ও মজলুম।
আমরাই হব এদেশের মানুষের শান্তির দূত।
দ্বীনী শিক্ষা নিব সবে, ফুটবে দেশে আলো।
সবে মিলে করব সে কাজ, যে কাজ হবে ভালো।
কাঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, করব উন্নতি।
দাস, মনিব আর অফিসার, হোক না ব্যবসায়ী।
আমরাই হব এদেশের মানুষের শান্তির দূত॥

বি. দ্রঃ নিম্নোক্ত বক্তৃতায় আমীরুল মুমিনীন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে,–আমরা প্রথমে এ আন্দোলন কোথা থেকে কিভাবে আরম্ভ করি। বক্তৃতাকালে মজলিসে শুরার সকল সদস্য, পরিচালনা পরিষদ এবং আফগানিস্তানের সকল প্রদেশের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও উপস্থিত ছিলেন।

তালেবান আন্দোলনের বর্ণনা আমীরুল মুমিনীন এর ভাষায়

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ . اِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

সম্মানিত ভাইয়েরা ও আমার মাশায়েখবৃন্দ! যদিও আমার মত মানুষের জন্য আপনাদের মত ওলামায়ে কেরামের সামনে মুখ খোলা উচিৎ নয়, তবুও ইসলামের খাতিরে কিছু আলোচনা করতে চাই। যাই হোক, তালেবানরা যে আন্দোলন শুরু করেছে এবং যখন থেকে আন্দোলনে নেমেছে তখন থেকেই ছাত্ররা একটি বিরাট দাবী করে আসছে। আর তা হল যখনি তাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করেছে চাই সে বন্ধু হোক অথবা শত্রু অথবা কোন দেশের প্রতিনিধি, চাই সে সাধারণ মানুষ হোক অথবা বিশেষ লোক যে, এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য

কি? তখন ছাত্ররা অকপটে উত্তর দিয়েছিল, শরীয়ত এবং আল্লাহর আইন জারী করা। এখন যে সকল ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত আছেন তাদের দায়িত্ব হল অনুপস্থিতদের নিকট ও এপয়গাম পৌছে দেওয়া। বাস্তবিকই ওলামায়ে কেরামদের মধ্যেও কিছুটা উদাসীনতা আছে। আমরা তালেবানরা যে দাবীটি করছি যে, আমরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন জারী করব। তাই প্রশ্ন হয় যে, আইন জারী করার কাজ কে করবেন? তালেবান আন্দোলনের কর্মী তো তারাই যারা হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে দৌড়ায়। আজ যদি তারা জীবিত থাকে, তাহলে তারা আগামীকাল জখমী অথবা শহীদ হয়ে যাবে। তাই তালেবানদের কাজ হল এ দেশকে অপরাধী ও পাপিষ্ঠদের থেকে মুক্ত করা। ছাত্ররা আল্লাহর আইন জারী করার দাবী এজন্যই করে যে, আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন। এসকল ওলামায়ে কেরাম দ্বারাই শরীয়ত জারী হবে। কারণ শরীয়তের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামগনই অভিজ্ঞ। ছাত্ররা তো শুধু দ্বীনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞাত, আর তারা এতটুকু জানে ও বুঝে যে, এটা হক ও এটা বাতিল। তাই আমার ধারণা যে, ছাত্রদের উপর এ আয়াতটিই প্রযোজ্য হবে- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

আমি একটি মাদরাসায় ছিলাম

আমি একটি ছোট মাদরাসা বানিয়েছিলাম যাতে আমরা পনের বিশজন সাথী ছিলাম। এটা তখনকার কথা যখন এদেশে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। হত্যা, চুরি ও ডাকাতি নিত্যকার ঘটনা ছিল। পাপিষ্ঠরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে ছিল। সেও একটি সময় ছিল যা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। মানুষ এটা চিন্তা ও করতে পারত না যে, এ সকল ফাসাদ একদিন শেষ হয়ে যাবে, একদিন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যাবে। আমি উল্লিখিত মাদরাসায় শিক্ষা দান করছিলাম যদি তখন আমিও এটা মনে করতাম যে, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

তাহলে এ আয়াতটি কি আমার জন্য যথেষ্ট ছিল না? কিন্তু আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে নিলাম। আর আল্লাহর উপর ভরসা করলে অসফল হতে পারেনা। আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য শুধু হিম্মতের প্রয়োজন। আমি ওলামায়ে কেরামের নিকট ও এ তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসার আশা করছি।

আমি এক জনের কাছ থেকে একটি মোটর সাইকেল নিলাম

মানুষ বলাবলি করে যে, এ গুপ্ত আন্দোলন কোথা থেকে এবং কিভাবে আরম্ভ হয়েছে? কাদের সাথে এ আন্দোলনের সম্পর্ক? এবং কোথা থেকে সাহায্য আসে,

তাহলে জেনে রাখুন! আমি যে মাদরাসায় ছিলাম সেখানে আমি কিতাব বন্ধ করে দিলাম, তালীম বন্ধ করে দিলাম। এবং অপর এক ব্যক্তিকে সঙ্গী বানালাম আমরা মাদরাসা হতে পায়ে হেঁটে সাঙ্গসার থেকে জাঙ্গরাত পর্যন্ত গেলাম। জাঙ্গরাতের তালকান এলাকার সারওয়ার নামক এক মাওলানা সাহেবের কাছ থেকে একটি মোটর সাইকেল নিয়ে নিলাম। মোটর সাইকেলে আমরা তালকান গিয়ে নদী পার হলাম। মোটর সাইকেল ওয়ালা মাওলানা সাহেব আমাদের সফর সঙ্গী ছিলেন। মাওলানা সাহেবকে বললাম। চলুন, আমরা নদীর অপর পাড়ে চলে যাই। এটাই ছিল আন্দোলনের সূচনা। আমাদের কাছে তখন কিছুই ছিল না। আমি মাওলানাকে বললাম, চলুন এখানকার মাদরাসাগুলোতেও ঘুরে আসি, এভাবে সফর শেষ করে তালকান থেকে জাঙ্গরাত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম ইন্‌শাআল্লাহ কিছু একটা পরিবর্তন ঘটবেই। এরপর সকালে আরেকটি মাদরাসায় গেলাম সেখানে চৌদ্দজন ছাত্র ছিল তাদেরকে একত্রিত করে বললাম-আপনারা একটু লক্ষ্য করুন! যে আল্লাহর দ্বীনের সাথে কি ধরণের আচরন চলছে? অপরাধী ও পাপাচারীরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। চুরি ডাকাতি থেকে শুরু করে সকল প্রকারের অপরাধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মানুষের ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত সবই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। রাস্তার তোরণগুলো অপরাধীরা দখল করে রেখেছে।

আমি ছাত্রদেরকে এও বললাম যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সবকও চলতে পারে না এবং শুধু মুর্দাবাদ অথবা জিন্দাবাদ দ্বারা সমস্যার সমাধান হতে পারে না। যদি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সবক ছেড়ে দিতে হবে। এখনো কেহ আফগানী এক টাকাও দেয়নি। সাময়িক খরচ চালানোর জন্য এখানের বিত্তবানদের সাথে যোগাযোগ করব। যদি কেউ সাহায্য করে তাহলে ভাল, নইলে কারো সাথে জবরদস্তি করব না। একথা এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এ অবস্থায় সবক চলতে পারে না। কারণ একাজ একদিন এক সপ্তাহ এক মাস অথবা এক বৎসরের নয়। আমাদের এটাও দেখার প্রয়োজন নেই যে, একাজের ক্ষমতা ও শক্তি আমাদের আছে কি না? কারণ অপরাধী ও পাপিষ্ঠদেরকে দেখ যে, তারা আল্লাহর দ্বীনের সাথে কি আচরণ করছে? তারা গরম ও সকল প্রতিকুলতা উপেক্ষা করে আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে দুশমনী করার জন্য কালো বাঘের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অথচ আমরা দ্বীনদারীর দাবী করা সত্ত্বেও দ্বীন সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে কোন কথা বলতে পারি না। এতটা নীচুমনা ও এতটা কাপুরুষ হওয়া উচিৎ নয়।

আমি ছাত্রদেরকে একথাও বললাম যে, আমাদের থাকার ও কোন জায়গা নেই এবং কোন অস্ত্র-শস্ত্রও নেই এব্যাপারে আমরা প্রচেষ্টা চালাব। আর্থিক অবস্থা

এমন ছিল যে একটি আফগানী টাকা ও ছিল না। এখন বলুন একাজটি আমাদের করা উচিৎ নয় কি? আল্লাহর কসম! উত্তরে সেই চৌদ্দ জন ছাত্রের একজনও একথা বলল না যে, আমরা একাজের জন্য তৈরী আছি। বরং তারা বলল যে, যদি কিছু করতে হয় তাহলে শুক্রবার রাত্রে কিছু করার জন্য তৈরী আছি। এছাড়া আমাদের আর করার কিছুই নেই। আমি বললাম-শুক্রবারের পর একাজ কে করবে? আল্লাহ সাক্ষী তাদের সাথে একেবারে এভাবেই কথাবার্তা হয়েছে।

(বর্তমানে তালেবানদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার নুছরাত ও সাহায্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে,) হাশরের দিনও আমি একথার সাক্ষ্য দিব যে, তাওয়াক্কুলের ফলাফল-এমনই পাওয়া যায়। অতঃপর সেখান থেকে আরেকটি মাদরাসায় গেলাম যেখানে পাঁচ সাতজন ছাত্র ছিল। তাদের সঙ্গেও আমি অনরূপ মতবিনিময় করলাম, তারা তৈরী হয়ে গেল। সে কথা আজও হৃদয় পটে লেখা আছে। পূর্বের ছাত্রদের মধ্যে ও এদের মধ্যে তো বাহ্যিক কোন পার্থক্য দেখলাম না। যেমন এরা ছিল মানুষ আর ওরা ছিল অন্য কোন জীব অথবা এরা ছিল যুবক আর তারা ছিল বৃদ্ধ। আসলে এটি একটি পরীক্ষার ব্যাপার। আসর পর্যন্ত উক্ত মোটর সাইকেল দিয়ে ঘুরে আমরা তিপ্পান্নজন ছাত্র তৈরী করলাম। এ তিপ্পান্ন জন ছাত্রই ছিল তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসাকারী। তাদেরকে তৈরী করে, আমি আসরের সময় সেখান থেকে বের হলাম। তাদেরকে বললাম তোমরা সকালে এসো। কিন্তু ছাত্ররা রাত্র একটা বাজলেই নদী পার হয়ে চলে আসল। এভাবেই সূচনা হয় এ আন্দোলনের।

মুক্তাদীরা বলল যে, তানারে ফেরেশতা এসেছিল

তানারে আমাদের এক মৌলবী সাহেব ছিলেন। তিনি ফজরের নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে ইমামতি করতে গেলেন। নামায শেষ হওয়ার পর একজন মুক্তাদী ইমামকে বলল আমি রাত্রে একটি স্বপ্ন দেখেছি। ইমাম সাহেবের জিজ্ঞাসার জবাবে সে বলল যে, তানারে ফেরেশতা এসেছিল। ২৪ ঘন্টা অতিক্রম না করতেই আন্দোলনের হক্ক হওয়ার চিহ্ন প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল। তারপর আমরা দুটি গাড়ীর ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে হাজী বাশারের সাথে আলোচনা করলাম। তিনি আমাদেরকে একটি ফোর বাই ফোর এবং একটি হিনো গাড়ী দিয়ে দিলেন। তারপর আমরা তাদের সাথে কুশতে নাখোদ আসলাম। কুশতে নাখোদ এলাকায় এসে সেখানকার লোকদের নিকট পাঁচটি অস্ত্রের পরিবর্তে আরো কিছু ভারী অস্ত্র যোগাড় করলাম।

এভাবে আন্দোলনে প্রাণের সঞ্চার হল। আর আল্লাহর উপর ভরসা করলে এরূপ ফলাফলই প্রকাশ পায়। মানুষ হিম্মত করলে কখনো অসফল হয় না।

বর্তমান ওলামায়ে কেরামদের নিকটেও এ আশাই করি যেন তাঁরা সবক্ষেত্রেই আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন। আল্লাহ না করুন! যদি আমরা আমাদের এ দাবীতে হেরে যাই যে, আমরা আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন জারী করব, তাহলেও আপনাদের জানা আছে যে, আল্লাহর আইন ওলামায়ে কেরাম ব্যতীত আর কেউ জারী করতে পারবে না। তাই ওলামায়ে কেরামের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে অবস্থান নেয়া উচিৎ। কারণ আন্দোলনের জন্য অনেক বেশী এখলাসের প্রয়োজন হয়। আর আমি ওলামায়ে কেরামের সেই ওযরটিকেই ওযর হিসেবে মেনে নিব, যে ওযরটি আল্লাহপাকও কবুল করেন। মৌখিক ওযর হলে সেটিকে কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। যে ওযর আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় সেটা পুরো আফগানিস্তানে কোন আলেম থেকেই কবুল করা যায় না। যার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়, তার আন্দোলনের মধ্যে এমন খেদমত ব্যয় করতে হবে, যে খেদমত দ্বারা আন্দোলনের উপকার হয় এবং যে খেদমত করতে তিনি সক্ষম হন।

আমার এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ওলামায়ে কেরাম। ওলামায়ে কেরামের সামনে যদিও এ ধরণের উক্তি করা সমীচীন নয়। কিন্তু কি করব আমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যে দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে তা পালনের উদ্দেশ্যেই বলছি। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমার উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা আমি ওলামায়ে কেরামের নিকট সোপর্দ করছি। যে কাজ আমার দ্বারা হতে পারে তা আমি করে যাচ্ছি। আর আমাদের কাজই বা কি? আমাদের কাজ হল অস্ত্র চালনা ও শক্তি প্রয়োগ। তবে আমরা আল্লাহর আইন জারী করার যে দাবী করি তা ওলামায়ে কেরাম ব্যতীত আর কেউ করতে পারবে না। অতএব, আল্লাহর দিকে চেয়ে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (আল্লাহ তায়ালা কাউকে ক্ষমতার বাহিরে দায়িত্ব দেন না।) এ আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য হওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ প্রারম্ভিক সময়ে এ আয়াত আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। বর্তমান আন্দোলনের কথা তো আমি চিন্তাই করতে পারিনি। কিন্তু যখন মানুষ প্রচেষ্টার দোরগোড়ায় আঘাত হানে আল্লাহ তায়ালা তাতে বরকত দান করেন। ওলামায়ে কেরামের নিকট আবেদন এই যে, আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রস্তুত হয়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। কারণ যখন যমিনের উপর আল্লাহর আইন জারী হয়ে যায়। তখন সেখানকার শাসকরাও অবাধ্য হতে পারে না এবং অপরাধের পথও বন্ধ করা যায়।

আমি এখনি ইস্তফা দেওয়ার জন্য তৈরী আছি।

যে কোন আলেম যদি আমার ভিতর কোন ত্রুটি দেখতে পান এবং আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে আমি এখনি আন্দোলনের সারি হতে কেটে পড়ার জন্য প্রস্তুত আছি। তালেবানরা নিজেদেরকে সত্যের পথিক বলে, তা ছাড়া

এ যুগ অপরাধী ও পাপাচারীদের যুগ নয় যে, যদি কেউ হক কথা বলে তাহলে তা কেউ শুনবে না। যখন এ যুগ ছাত্রদের সুতরাং যদি ছাত্রদের মধ্যে কোন ক্রুটি দেখা যায় এবং কোন আলেম তা চিহ্নিত করে, তাহলে সে তা দূর করবে নইলে আন্দোলনের সারি হতে সরে দাঁড়াবে। ওলামায়ে কেরামের কথার সঠিক মূল্যায়ন করা হবে। ওলামায়ে কেরাম দৃঢ়চিত্তে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিৎ। যদি কেয়ামতের দিন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহলে আমি এসকল ওলামায়ে কেরামের জামার আঁচল ধরে রাখব। যদি এ মিশন ও আন্দোলন নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ওলামায়ে কেরামের দুর্ভিক্ষের কারণেই হবে। কারণ শরীয়াতের আহকাম ওলামায়ে কেরাম ব্যতীত আর কেউ জারী করতে পারবে না। শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে ছাত্ররা না জ্ঞাত আছে না তারা আহকাম জারী করতে পারবে। ওলামায়ে কেরামের নতুন করে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন পুরাতন চিন্তাভাবনা ছেড়ে দিন।

আজ আমি ইহাও বলছি যে, যদি এ আন্দোলনের কাজ আমাদের কারণে নষ্ট হয় অথবা আমরাও পাপাচারী এবং অপরাধী হয়ে যাই, তাহলে ওলামায়ে কেরামের অধিকার আছে যে, আমাদেরকে আন্দোলনের পথ হতে সরিয়ে দিবেন, অথবা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। এবং এ ওলামায়ে কেরামগণ নিজেদের স্থানে বহাল তবিয়তে থাকবেন। (আন্দোলনের ভিত্তি ও সূচনা সম্পর্কে) এতটুকুই আলোচনা ছিল যা আমি উপস্থিত লোকদের সম্মুখে আরয করলাম। উপস্থিতদের দায়িত্ব হল অনুপস্থিতদের নিকটও একথাগুলি পৌঁছে দিবেন- وما علينا إلا البلاغ

মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ ও তাঁর সাথীরা আন্দোলনের প্রারম্ভে আভ্যন্তরীন ও বাহিরের দুশমনদিগকে এভাবে সতর্ক করেছেন–

বদলে দাও অগ্রসরমান স্রোতের ধারা।
তাগুতী সৈন্যদের পায়ে দলে খতম করা।
আমাদের সাথে আছে নুসরাতে এলাহী।
আমরা যে ইসলামের জানবায সিপাহী।

দুশমনের পা যদি পড়ে পাক যমিনে।
সেলাই করে দিব তাকে মাটির কফিনে।
বাতিলের তরে হব গজবে এলাহী।
আমরা হলাম ইসলামের জানবায সিপাহী।

ইসলামের এই পতাকা রাখব উঁচু সদা।
দুশমনেতে নাইরে প্রাণ দিতে মোদের বাধা।
ওরা বাতিলের কালি মোরা নূরের দ্যুতি।
আমরা হলাম ইসলামের জানবায সিপাহী।

শৈশব থেকে আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত জীবনী

বংশীয় প্রেক্ষাপট

মহান ব্যক্তিত্ব হযরত আমীরুল মুমিনীন একটি প্রসিদ্ধ দ্বীনী ও ইলমী পরিবারের সদস্য। শত শত বছর ধরে তাঁর পরিবার দ্বীনী খেদমতের সুবাদে সুপরিচিত। তাঁর পূর্ণ নাম মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ। তাঁর পিতার নাম মৌলভী গোলাম নবী আখন্দ বিন মোল্লা মোহাম্মাদ রসূল আখন্দ বিন মৌলবী মোহাম্মাদ আয়ায আখন্দ। হোতেক নামক গোত্রের একটি পরিচিত শাখার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে গোত্র কান্দাহারে প্রায় একশত বৎসর ধরে আবাদ রয়েছে। হযরত আমীরুল মুমিনীন এখন থেকে ৩৭ বৎসর পূর্বে উপমহাদেশের ন্যায়পরায়নও মুজাহিদ বাদশাহ আহমদ শাহ আবদালির রাজধানী কান্দাহারের গ্রাম নূরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর পিতা মৌলবী গোলাম নবী মাদরাসা মসজিদে শিক্ষাদান ও ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। এর পূর্বে তাঁর পরিবার আফগানিস্তানের জায়েল প্রদেশের জেলা "শিকে এবং বেরুতে" বসবাস করতেন। যেখানে এখনো পানির একটি ঝর্ণা তার পরিবারের একজন বুযুর্গের নামে প্রসিদ্ধ।

শত শত বৎসর ধরে ওলামা সমৃদ্ধ এ পরিবারটির দ্বীনী খেদমতের সুবাদে বিশেষ সুনাম রয়েছে। তাঁর প্রায় সকল পিতামহ আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ কান্দাহার যায়েল ও উরযেগানের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন। এবং পুরো আফগানিস্তানে মোল্লা অথবা মৌলবী নামে পরিচিত। দীর্ঘকাল থেকেই সর্বসাধারণের একটি বিরাট অংশ নিজেদের ধর্মীয় পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য এ বরকতময় পরিবারের নিকট যাতায়াত করত।

তিন বৎসর বয়সে পিতার স্নেহের ছায়া উঠে গিয়েছে

তখন আমীরুল মুমিনীনের বয়স ছিল মাত্র তিন বৎসর। তাঁর সম্মানিত পিতা মৌলবী গোলাম নবী আখন্দ চল্লিশ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর মা বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন। তাঁর এক ছোট ভাই ও তিন বড় বোন শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। এ কারণে পিতার ইন্তেকালের পর তিনি শুধু এতিমই ছিলেন না; বরং একমাত্র পুত্র এবং ভাই বোন থেকে মাহরূম একক ছেলে ছিলেন। তখন কেউ ভাবতেও পারেনি যে, এ মিসকীন ও এতিম শিশু আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ, বীরত্ব প্রদর্শন, বিনয় ও নম্রতা, ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের

বদৌলতে একদিন আমীরুল মুমিনীন হবেন। পিতার ইন্তেকালের পর তাঁর সম্মানিত মাতাকে তাঁর বড় চাচা মৌলভী-মুহাম্মাদ আনোয়ার বিবাহ করে ছিলেন। তারপর তাঁর থেকে তিন ছেলে ও চার মেয়ে হয়। যাঁরা সকলেই জীবিত। এবং তিন ছেলেই অর্থাৎ আমীরুল মুমিনীনের বৈপিত্রেয় ভাইগণ যুদ্ধের ময়দানে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর চাচা চারজন, যাঁরা সকলেই জীবিত। তিনি তাঁর বড় চাচা ও সতালো পিতার স্নেহের ছায়ায় লালিত পালিত হয়েছেন। এখনো পর্যন্ত পরিবারের সকল দায়িত্ব তাঁর উপরেই বর্তমান রয়েছে। অন্যান্য চাচাদের নাম যথাক্রমে হাজী মোল্লা মুহাাদ হান্নাফিয়া আখন্দ, হাজী মোল্লা মুহাম্মাদ জুমআ আখন্দ, হাজী মোল্লা মুহাম্মাদ ওয়ালী আখন্দ। হাজী মোল্লা মুহাাদ ওয়ালী আখন্দ পীর সাহেব নামে পরিচিত। তাঁর সকল চাচা দরবেশ এবং আল্লাহর ওলী ছিলেন।

মোল্লা মুহাম্মাদ ওয়ালী আখন্দ একজন জবরদস্ত এবাদতগোযার, যাকের ও অধিকাংশ সময় সিজদাবনত থাকেন। পুরো বংশ একই ঘরে ভালবাসা ও হৃদ্যতা নিয়ে একসঙ্গেই থাকে। এবং পরিবারের সকল নওজোয়ানই জেহাদে শরীক রয়েছেন। এবং আফগানিস্তান হতে পাপিষ্ঠ ও খোদাদ্রোহীদের খোদাদ্রোহীতা ও অপরাধ খতম করার জন্য উম্মতে মুসলিমারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিঃসঙ্কোচে আল্লাহর রাস্তায় জান মাল উৎসর্গ করে দিচ্ছেন।

শিক্ষা জীবন

হযরত আমীরুল মুমিনীন স্বীয় পৃষ্ঠপোষক, মুরুব্বী ও স্নেহভাজন চাচার নিকটেই প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করেন। এই সতালো পিতা এবং চাচা উরুযগান প্রদেশের বেরুতে জেলার একটি মসজিদে ইমাম ও খতীব ছিলেন। এখানে তাঁর কাছে সর্বদা ছাত্রদের একটি বিরাট জামাত ইল্‌ম শিক্ষায় নিয়োজিত থাকত। তিনি কুরআন হাদীস এবং ফেকাহর এলেম আরো কয়েকজন উস্তাদের নিকটেও শিক্ষা লাভ করেছেন। যাঁদের নাম এখনো পর্যন্ত আমি পাইনি। এই নিখাঁদ দ্বীনী পরিবেশেই আমীরুল মুমিনীন স্বীয় কৈশোর ব্যয় করেন। কিছুদিন তিনি তাঁর আমার চাচা মৌলভী মুহাম্মাদ জুমআর নিকটেও ইল্‌ম শিক্ষা করেছেন।

নিজস্ব জায়গায় জমিন ও বাড়ী-ঘর

ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টিতে অভ্যস্ত এই গোত্রীয় পরিবারটি সর্বদা ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ও দ্বীন এবং শরীয়তের আহকামকে পালন করা নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে রেখেছিল। পদের লোভ ও দুনিয়াবী লালসা তাদেরকে কখনো পদস্খলিত করতে পারেনি। একারণেই শুধু আমীরুল মুমেনীনই নয়, তার চার চাচাদের কারো কোন সহায়-সম্পদ, জায়গা-জমি বা বাড়ী-ঘর নেই।

আঠার বৎসর বয়সে জেহাদের ময়দানে

দ্বীনী তালীমের সময় যখন হানাফী মাযহাবের সবচেয়ে উচুঁ কিতাব হেদায়া পড়ছিলেন। তখন হঠাৎ ১৩৯৮হিঃ ১৯৭৮ খৃঃ আফগানিস্তানে কমিউনিষ্টদের উত্থান হওয়া মাত্রই হাজারো দ্বীনদার ও আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন নওজোয়ানরা ধেয়ে আসা এই রক্তবন্যার সামনে বাঁধ দেয়া তথা জিহাদের ঘোষণা দিল। তখন আল্লাহর ইচ্ছায় আঠার বৎসরের এই টগবগে নওজোয়ানও অস্ত্রহাতে যুদ্ধের সারিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যিনি আজ ইসলামের দ্বিতীয় জাগরণের জন্য খেলাফতে রাশেদার স্মরণকে তাজা করছেন এবং অন্ধকার ও নিরাশার মাঝেও তৃতীয় ওমরের দায়িত্ব পালন করছেন। যিনি তাঁর ভরা যৌবনে আল্লাহর এই বিরাট হুকুমকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অকাট্য ফরযকে জিন্দা করা কর্তব্য মনে করেছেন যা মুসলমানদের মস্তিষ্ক থেকে একেবারেই মুছে গিয়েছিল। এমনকি জেহাদের অর্থকে পর্যন্ত পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছিল। তাই তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদের সূচনাকালেই জেহাদে শরীক হয়ে গিয়েছিলেন।

উরুযগান প্রদেশে দুবার মারাত্মক যখম

আমীরুল মুমিনীন কিছুদিন উরুযগান প্রদেশের বেরুত জেলায় কমিউনিষ্ট ও রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। এখানে আল্লাহর দুশমনদের দুটি ভিন্ন ভিন্ন হামলায় তিনি আহত হয়েছেন। প্রথমে পায়ে রকেটের ডান্ডা লেগে যখমী হয়ে গিয়েছেন। আরেকবার মেশিনগানের ফায়ারিং এর আওতায় এসে গিয়েছিলেন। এবার তিনি মারাত্মক ভাবে যখমী হয়ে যান। পুরো শরীর মেশিনগানের গুলিতে চালনী হয়ে গিয়েছিল। যথোচিত চিকিৎসার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুস্থতা দান করেন। সুস্থতা লাভের পর পুনরায় রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন।

তাঁর সাহসিকতা ও বাহাদুরীতে দুশমন ভীত থাকত; তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনার কারণে তিনি কমিউনিষ্টদের চোখের কাঁটা ছিলেন। তাঁর চাচা ভীত ছিলেন যে আল্লাহ না করুন তিনি যেন কমিউনিস্টদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার না হন। ঐ এলাকা কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের উপযোগীও ছিল, তাই তিনি স্বীয় ভাতিজা বর্তমান মোল্লা ওমরকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন কান্দাহারের দক্ষিণ পশ্চিমের পাঞ্জওয়ারী জেলাকে গেরিলা যুদ্ধের কেন্দ্র বানান। এ স্থানটিকে নির্বাচন করার কারণ হল, এখান দিয়েই ছিল দুশনদের যোগাযোগের সবচেয়ে বড় পথ। এবং এ স্থানটি যুদ্ধের পারদর্শিতা ও জেহাদের যোগ্যতা দেখানোরও ক্ষেত্র ছিল। আমীরুল মুমিনীন স্বীয় দুরদর্শী চাচার পরামর্শে পাঞ্জওয়ারী জেলার সাঙ্গসার পৌছলেন। সেখানে তিনি তাঁর নওজোয়ান সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাশিয়ানদের উপর হামলা শুরু করলেন। তিনি অভিনব কায়দায় যুদ্ধ শুরু করে অল্প দিনেই

একজন সাহসী ও দূরদর্শী যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেন। তাঁর জেহাদ ও মজলুম মুসলমানদের সাথে অসম হৃদ্যতা এবং এখলাস তাকে সকলের প্রিয় পাত্র বানিয়ে দিল। তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বের ঘটনাবলী আজো সে এলাকার মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে।

তৃতীয় বার মারাত্মক আহত ও সাহসিকতার আশ্চর্যজনক ঘটনা

আমীরুল মুমিনীন জেহাদী জীবনে সাঙ্গসার, এলাকায় রাশিয়ানদের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে তৃতীয়বার মারাত্মক যখমী হয়েছেন। তখন তাঁর ডান চোখও শহীদ হয়ে যায়। আমীরুল মুমিনীনের একজন নিকটতম সঙ্গী বলেছেন যে, যখমী মোল্লা ওমরকে কোয়েটা হাসপাতালে ভর্তি করা হল। সেখানে ডাক্তাররা অপারেশন করে উপদেশ দিল যে, তিনি যেন তায়াম্মুম করে নামায পড়েন। এবং যখমগুলোকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। নইলে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন ডাক্তারদের উপদেশ উপেক্ষা করে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায অযু করেই পড়ছিলেন। তিনি বলতেন, এ মামুলী যখমের কারণে অযু ছেড়ে দিব? এটা অসম্ভব জেহাদের ভিতরেও আমীরুল মুমিনীন স্বীয় মাতা ও চাচার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য চলে যেতেন। তখন তাঁরা উরুযগানে স্থানান্তর হয়ে গিয়েছিলেন।

ষোড়শ রকেটে রাশিয়ানদের ট্যাংক ধ্বংস করে দিলেন

আমীরুল মুমিনীনের পুরাতন জেহাদী সাথীদের মধ্যে তালেবান সৈন্যদের সবচেয়ে বড় এবং প্রথম প্রধান কমাণ্ডার মোল্লা মুহাম্মাদ শহীদ, মোল্লা নেক মুহাম্মাদ শহীদ, মোল্লা বোরজান শহীদ, প্রসিদ্ধ কমাণ্ডার মোল্লা ব্রাদার, মোল্লা ইয়ারানা, মোল্লা ওবায়দুল্লাহ এবং মোল্লা আখন্দ যাদাহ আখন্দ উল্লেখযোগ্য। সে সময় আমীরুল মুমিনীন মৌলভী মুহাম্মাদ নবী মুহাম্মাদীর গ্রুপ হরকতে ইনকেলাবে ইসলামীর শাখা গ্রুপের কমাণ্ডার ছিলেন। তিনি আর, পি, জি, সেভেন (এন্টি ট্যাংক রকেট) চালনায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তখনকার একটি ঘটনা স্মরণ করে তাঁর এক সাথী বলেন, একবার পাঞ্জওয়ারী জেলায় একটি রাশিয়ান ট্যাংক মাটির গর্তে লুকিয়ে ছিল এবং তার গুলী বর্ষনে মুজাহিদদের অনেক ক্ষতি হচ্ছিল। অনেক সাথী শহীদ হয়ে গিয়েছেন। ঐ ট্যাংকের গুলী বর্ষণে মুজাহিদীনরা কঠিন চাপের মুখে ছিল। কারণ রাশিয়ানরা অত্যন্ত পারদর্শিতার সাথে ট্যাংকটিকে জমিনের এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। যেখান থেকে মুজাহিদীনদের মোর্চাগুলোকে লক্ষ্যস্থল বানানো খুব সহজ ছিল। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন সিদ্ধান্ত করে ফেললেন যে, সেটিকে ধ্বংস করেই নিশ্বাস ফেলবেন। তাই তিনি রকেট লাঞ্চার দিয়ে একের পর এক পনেরটি রকেট ফায়ার করলেন।

অবশেষে ষোড়শ রকেটে আল্লাহ তায়ালা ট্যাংকটিকে ধ্বংস করে দিলেন। এবং রাশিয়ান ট্যাংকের আলো আকাশে বিচ্ছুরিত হতে দেখা গেল।

জেহাদের সময় বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ

জেহাদ চলাকালে তিনি অথবা তাঁর বংশের কেউই পাকিস্তান কিংবা অন্য কোন দেশে হিজরত করেননি, বরং দৃঢ়চিত্তে এবং বীরত্বের সাথে লাল কুকুরের চোখে চোখ রেখে দ্বীনী আত্মসম্মানবোধ এবং নিজেদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস রচনা করেছেন। চৌদ্দ বৎসরের জেহাদে কালকের মোল্লা ওমর এবং আজকের আমীরুল মুমিনীনের বহির্বিশ্বের সাথে কোন সম্পর্ক হয়নি। বরং আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল এই যে, তিনি এই দীর্ঘ সময়ে গুরুতর আহত হওয়ার কারণে চিকিৎসার জন্য দুই অথবা তিনবার সীমান্ত শহর কোয়েটা পর্যন্ত এসেছেন। অথচ অন্যান্য কমান্ডার ও মুজাহিদগণ বৎসরে কয়েক মাস পাকিস্তানে কাটিয়ে দিতেন। এবং জেহাদের ব্যাপারে বাইরের সফর ও সাহায্যকারী দেশ সমূহের সাথে যোগাযোগ করতেন, তিনি যেহেতু উঁচু পর্যায়ের কমাণ্ডার ছিলেন না, তাই ব্যাপারটি ভবিষ্যতে ও দ্বীনের জন্য উপকারী হয়েছে তাছাড়া ও দুনিয়াবী প্রয়োজনেও বহির্বিশ্বের সাথে তাঁর যোগাযোগের কোন দরকার ছিল না।

ইহাকে আফগান জনগন তথা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের জন্য খোশ কিসমত বলা যায় যে, মোল্লা ওমর জীবনে দুটি পরিবেশই পেয়েছেন, একটি হল খাঁটি দ্বীনী-পরিবেশ, অপরটি হল জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহের বাস্তব ময়দানের পরিবেশ। তিনি যে একাগ্রতায় ও উৎসাহ উদ্দীপনায় যুদ্ধের ময়দানে চৌদ্দটি বৎসর কাটিয়ে দিয়েছেন, এমনটি অন্য কোন মুজাহিদ অথবা কমান্ডারদের মধ্যে পাওয়া দুস্কর। মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা একদিকে মোল্লা ওমরকে খাঁটি, দ্বীনী ও জেহাদী এবং গ্রাম্য পরিবেশ দান করেছেন। অপরদিকে বহির্বিশ্বের প্রচলিত রাজনীতি, দ্বীনের নামে অসংখ্য ধোকাবাজি, আল্লাহর দুশমনদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা এবং দ্বীন বর্জিত সমাজের সাথে মিশ্রন থেকে নিজেকে পবিত্র রেখেছেন। একারণেই মোল্লা ওমরের মস্তিষ্কে সে নকশাই অঙ্কিত আছে যা কোরআন ও হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যা খেলাফতে রাশেদায় সরকারী আইন হিসেবে চালু ছিল। আজ খাঁটি ইসলামের বরকতেই তালেবানদের দেশ দৃষ্টান্তহীন নিরাপত্তার বাগানে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিবাহ ও তালীমের কিতাব রেখে আবার অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নিলেন

আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ার সৈন্যদের বিতাড়নের পর আমীরুল মুমিনীন তাঁর এলাকায় আজ থেকে ছয় বৎসর পূর্বে একত্রিশ বৎসর বয়সে অত্যন্ত সাধা-সিধে ভাবে বিবাহ করলেন। বর্তমানে আমীরুল মুমিনীনের দুই ছেলে আছেন। ইয়াকুব এবং ইদরীস, রুশ সৈন্যদের বিতাড়নের পর যখন আফগানিস্তান থেকে কমিউনিজম চিরতরে বিদায় নিয়ে গেল এবং কাবুলে জেহাদী

লিডারদের হুকুমত প্রতিষ্ঠা হল। তখন অন্যান্য মুখলিস মুজাহিদদের মতো তিনিও তাঁর পিতৃকুলের দ্বীনী তালীম তারবিয়াতের দায়িত্ব হাতে নিলেন।

সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। কিন্তু যখন মুজাহিদদের লিডারগণ শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে পরস্পর প্রতিদ্বন্দী হয়ে গেল এবং আফগান জাতি তাদের কর্মকাণ্ড দেখে জেহাদের মতো-পবিত্র আমলের প্রতিও নাক ছিটকাতে শুরু করল। তখন ইসলামকে সমুন্নত করা ও দ্বিতীয়বার ইসলাম জাগরণের স্বপ্নদ্রষ্টা মুহাম্মাদ ওমর সহ্য করতে পারলেন না। এবং তাঁকে আরেকবার হাত থেকে কিতাব রেখে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হল। আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে এ মর্দে মুজাহিদ এক ডজনেরও কম মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে রক্তে রাঙা জেহাদের ময়দানে পুনঃ অবতীর্ণ হতে বাধ্য হলেন। কারোই জানা ছিল না যে, এ চৌত্রিশ বৎসরের নওজোয়ান দুনিয়ার ইতিহাসে ইসলামের দ্বিতীয় জাগরণের আমানতদার হবেন। কিন্তু আবেগ যদি সত্য হয় তাহলে অসম্ভবের কি আছে?

পৃথিবী গত তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত সময়ে আল্লাহর কুদরতের অসীম খেলা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। কাফের ও মুনাফিক জগতের সকল ষড়যন্ত্র, বাঁধা ও মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করা সত্বেও তালেবানের ইসলামী সৈনিক ও মুজাহিদদের কাফেলা নিজেদের প্রিয় নেতা আমীরুল মুমিনীনের নেতৃত্বে পা পা করে মঞ্জিলে মাকসূদের দিকে অগ্রসর হয়ে চলছে।

আমীরুল মুমিনীন সর্বদা আন্দোলন ও জেহাদের কাজে ব্যস্ত থাকেন। তার পাশে অবস্থানকারী অনিচ্ছায় ও তার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়। তাঁর পক্ষ থেকে অহংকার, আত্ম গরিমা ও পদের লোভের কেউ কল্পনাও করতে পারেনা। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র মেজাজের অধিকারী। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে অস্থির করে তোলে। তিনি সাধাসিধে পোষাক, সামান্য খাদ্য, সংক্ষিপ্ত আরাম, দ্বীনদারী, আমানতদারী, সততা, বিনয় ও নম্রতাকে পছন্দ করেন। যে কোন সাক্ষাৎকারী তাঁর গুণাবলীর প্রসংশা করেন। তাঁর গরীবদের লালন-পালন এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের অবস্থা এমন যে, সবসময় তাঁর আশেপাশে মাযুর ও সহায় সম্বলহীন সে সকল তালেবানগণ অবস্থান করে, জেহাদের গিয়ে যারা তাদের মূল্যবান অংগ হারিয়েছেন এবং উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে গিয়েছেন। আমীরুল মুমিনীনের নিকট এসকল লোকেরাই সবচেয়ে মর্যাদাবান। এবং এদের দেখাশোনার দায়িত্ব আমীরুল মুমিনীন নিজেই পালন করেন।

আমীরুল মুমিনীনের ব্যক্তিত্ব, মোল্লা ওমর মুজাহিদের স্বাস্থ্য, পোষাক ও জীবন যাপনের পদ্ধতি

পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এরফান সিদ্দীকী লিখেন – এক যুবক রানা হলে প্রবেশ করলেন। লম্বায় সাড়ে ছয় ফুট থেকেও বেশী। হালকা পাতলা গড়ন, সুন্দর সৌষ্ঠব দেহ, ফর্সা চেহারা, ঘন কালো দাড়ি, মিলিশিয়া রংয়ের লম্বা জামা, টাখনু পর্যন্ত সেলোয়ার, কালো পাগড়ি, গাঢ় সবুজ রংয়ের ওয়াছ কোট, কালো রংয়ের বড় চাদর, পায়ে চপ্পল, চলনে অটলতা এবং হাব-ভাবে অমুখাপেক্ষীতা। এ যুবক রানা হলে প্রবেশ করা মাত্রই তালেবানদের বড় বড় অফিসাররা দাঁড়িয়ে গেলেন। কোন একজন বললেন আমীরুল মুমিনীন তাশরীফ এনেছেন।

মোল্লা উমর মুজাহিদের রক্ষী বাহিনী

মজলিসে উপস্থিত সকলে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক দাঁড়িয়ে গেলেন। পাঁচ ছয়জন চতুর ও শক্তিশালী নওজোয়ান ক্লাশিনকভ নিয়ে আমীরুল মুমিনীনের সাথে ছিলেন। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর আখন্দ মাওলানা সামিউল হকের সঙ্গে মোয়ানাকা করে নিকটস্থ সকলের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর মাওলানা সামিউল হকের বাম পাশের সোফায় বসে গেলেন। আমিরুল মুমিনীনের আগমনের পূর্বেও পনেরটি প্রদেশ থেকে আগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেয়ামতসম হট্টগোল ছিল। না কোন প্রোটোকল সিস্টেম ছিল, না সড়কের উপর পাহারা বসানো হয়েছে, না ট্রাফিক সিগনাল ছিল, না সাইরেনের ডাক-চীৎকার ছিল, না চলার গতিতে কোন পরিবর্তন হয়েছে। ছত্রিশ বছর বয়সী আমীরুল মুমিনীন নিজ আবাস গৃহ থেকে এমন ভাবে রেষ্ট হাউজে পৌছলেন,যেন অলি গলিতে বসবাসকারী কোন সাধারণ মানুষ নিজের মেহমানের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মুসাফির খানায় গেল।

আমীরুল মুমিনীন সাক্ষাতের জন্য তাশরীফ এনেছিলেন

কান্দাহার বিমান বন্দর থেকে ফিরে জানতে পারলাম যে, আমাদের বিমান বন্দরের দিকে বের হওয়ার কিছুক্ষন পরেই আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর হযরত মুফতী রশীদ আহমাদ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাশরীফ এনেছেন। আমরা যোহরের সময় ফিরে এসে জানতে পারলাম যে, তিনি এখনো পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষায় বসে আছেন।

আমীরুল মুমিনীন স্বীয় জুতা হাতে নিয়ে

সাক্ষাতের কামরায় প্রবেশ করার সময় লেখক (মুফতী সাহেবের সফরসঙ্গী) স্বচক্ষে এ আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন যে, আমীরুল মুমিনীন দরজায় জুতা খুলে নিজ হাতে জুতা নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জুতা একদিকে রেখে সাধাসিধেভাবে সোফায় বসে পড়লেন। বাস্তবিকই তিনি তুলনাহীন; নিজের দৃষ্টান্ত নিজেই।

মুফতী রশীদ আহমাদ সাহেবের সাথে মোল্লা উমর মুজাহিদের সাক্ষাৎ

হযরত মুফতী সাহেব অভিবাদন জানিয়ে বললেন –

اَقُولُ فِيْ تَرْحِيْبِكَ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ

হযরত ওয়ালা পশ্তু ভাষায় অভিবাদন করায় আমীরুল মুমিনীন এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলে অনেক আনন্দিত ও খুশী হলেন।

মুফতী সাহেব এক গ্যালন যমযমের পানি আমীরুল মুমিনীনের খেদমতে পেশ করলেন এবং অনেক দোয়া করলেন। আমীরুল মুমিনীন আলোচনার ফাঁকে এক পর্যায়ে বললেন যে, আমার তখনো দাঁড়ি গজায়নি যখন আমি জেহাদের সাথে সম্পৃক্ত হই। এরপর পুরো জীবনই জেহাদে কেটেছে।

মোল্লা উমর মুজাহিদের হাদিয়া পিস্তল এবং কান্দাহারী চাদর

কিছুক্ষণ বর্তমান পরিস্থিতির উপর আলোচনা করার পর আমীরুল মুমিনীন হযরত মুফতী সাহেবকে একটি পিস্তল, একটি কান্দাহারের চাদর এবং আরো কিছু হাদিয়া পেশ করলেন।

হযরত মুফতী সাহেব পিস্তলের হাদিয়া সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছেন এবং আনন্দে পিস্তলের উপর চুমু খেয়েছেন। অন্যান্য সফরসঙ্গীদেরকে কান্দাহারের গভর্ণর মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সাহেবের পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে একটি করে কান্দাহারী চাদর পেশ করা হয়েছে।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা শের আলী সাহেব মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুমকে আমীরুল মুমিনীনের সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার ও সরাসরি যুদ্ধে শরীক হওয়ার আকাঙ্খার কথা উল্লেখ করলেন। তখন আমীরুল মুমিনীন বললেন– হযরতের শরীর খুবই দুর্বল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নতুবা আমরা হযরতকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতাম।

মোল্লা উমর মুজাহিদের মেহমানদিগকে বিদায় জানানো

আমীরুল মুমিনীন হযরতের নিকট দোয়া প্রার্থনা করলেন। হযরতও দোয়া করলেন। দোয়ার পর আমীরুল মুমিনীন সকলের সঙ্গে মোয়ানাকা করে বিদায় নিলেন। এভাবে সুন্দর মজলিসটি দ্রুত খতম হয়ে গেল।

পাকিস্তানী ওলামায়ে কেরাম এবং সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আমীরুল মুমিনীনের ভাষণের

আমার ইসলামপ্রিয় ভাইগণ! আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। কারণ আপনারা এত লম্বা সফর করে এখানে তাশরীফ এনেছেন। আপনারা তো জেহাদের প্রথম দিন থেকেই আমাদের সঙ্গে আছেন। জেহাদে পাকিস্তানী ভাইদের, বিশেষতঃ ওলামায়ে কেরামের সহযোগিতা আমরা কিভাবে ভুলতে পারি? আমরা যা কিছুই করেছি আপনাদের উছিলায়ই করেছি। আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই ভ্রষ্ট রাশিয়াকে পরাজিত করেছি। আপনারা আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, আমাদেরকে হাতিয়ার দিয়েছেন, আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন। আপনাদের এ দয়া আমাদের আফগান জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। আজ আপনারা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদের ঘরে এসেছেন। এ সহায় সম্বলহীনতার মাঝে আমরা আপনাদের মেহমানদারীও করতে পারছিনা।

ভাইয়েরা আমার! আপনারা জানেন যে, জেহাদ এখনো তার মঞ্জিল পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। আমরা যে সকল অঞ্চলকে কন্ট্রোল করছি, সেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করছি। পৃথিবীর বেকার এবং বেদ্বীন রাজনীতিবিদ ও বাতিল শক্তিগুলো আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডায় লিপ্ত। আমরা দেশে দেশে আমাদের এলচিও পাঠাতে পারছি না, আমাদের এত প্রচার মাধ্যমও নেই যার দ্বারা আমরা এ মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার উত্তর দিতে সক্ষম। পশ্চিমাদের কাছে বড় বড় প্রচার মাধ্যম রয়েছে, তাই তারা এ ব্যাপারে দৃঢ়চিত্ত যে, যেখানেই ইসলামী শরীয়ত চালু হওয়ার আলোচনা হবে, সেখানেই শক্তি প্রয়োগ করে তা বন্ধ করতে হবে, তার বিরুদ্ধে জোরেশোরে প্রোপাগাণ্ডা চালাতে হবে। আমরা ক'জনের মুখ বন্ধ করব? ক'জনের কথার উত্তর দিব? রাশিয়া এক ধরনের বলছে, আমেরিকা আরেক ধরনের বলছে। আমরা একজনের কথার উত্তর দিলে আরেকজন উঠে দাঁড়াবে।

আমরা সাধ্যমত অবশ্যই উত্তর দিব; কিন্তু আমরা কারো পরোয়া করিনা। মুসলমানগণ যেন পেরেশান না হন। ইসলাম বলে, যখন মূর্খ লোকেরা উল্টাসিধা কথাবার্তা বলে তাহলে সালাম দিয়ে সেখান থেকে সরে যাও। বাতিল শক্তিগুলোর উদ্দেশ্য হল দুনিয়ার কোন অঞ্চলে যেন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর শরীয়ত জারী না হয়। আর আমাদের উদ্দেশ্য হল, দুনিয়াবাসীর কথার ঝামেলায় না পড়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার চেষ্টা চালানো।

আমরা জানি ইহা একটি মুশকিল ব্যাপার। তাই দুনিয়ার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে ইহাকে আরো মুশকিল বানাতে চাই না।

আমাদের আমলই আমাদের জবাব। আমলী জবাব মৌখিক জবাবের চেয়ে উত্তম হয়। আমাদের আমল সকলের সামনেই আছে, যার মনে চায়, সে এখানে এসে দেখে নিক। মুসলমান হোক অথবা কাফের হোক। আমরা আপনাদের সেই পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতাই কামনা করি যা আপনারা আফগানিস্তানের জেহাদে করে আসছেন। শরীয়তের আইন চালু করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। আপনারা গতকালও আমাদের ব্যাথা বুঝেছিলেন। আজও আমাদের ব্যাথা বুঝছেন। আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের স[illegible] দিন। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

হযরত আমীরুল মুমিনীনের বীরত্বপূর্ণ অবস্থান

আফগানিস্তানের উপর আমেরিকা হামলা করার পূর্বে ও পরে আমীরুল মুমিনীনের বি বি সি পশতু সার্ভিসকে সাক্ষাতকার ঃ

হামলার পূর্বে

(১) সমস্ত হুকুমত যদি আমাদের বিরুদ্ধে নেমে আসে তাহলেও দুনিয়ার কোন শক্তি উসামাকে আমেরিকার হাতে উঠিয়ে দিতে বাধ্য করতে পারবেনা।

(২) উসামা আমাদের মেহমান। তাকে কারো চাপের মুখে অথবা লোভের বশে কারো হাতে ছেড়ে দিতে পারিনা। (তিনি প্রশ্নের জবাবে বলেন) যদি আমেরিকা আমাদেরকে মেনেও নেয় তবুও আমরা তাকে আমেরিকার নিকট সোপর্দ করবনা।

(৩) কোন আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন লোক কোন মুসলমানকে কাফেরের হাতে সোপর্দ করতে পারেনা।

(৪) আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত উসামাকে হেফাযত করব প্রয়োজন হলে নিজের রক্ত দিয়ে হলেও তাকে হেফাযত করব।

(৫) আমেরিকার সি, আই, এ অযোগ্য এবং বেকার হয়ে গিয়েছে। সে নিজের খারাপ কর্মকাণ্ডকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য প্রতিটি বোমা বিস্ফোরণকে উসামার উপর চাপিয়ে দেয়।

(৬) উসামার নিকট এ পরিমাণ যোগাযোগ মাধ্যম নেই যে, সে দূর দেশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাবে।

হামলার পর

(১) হামলা শুধু উসামার ওপর নয় ইসলাম, ইসলামী হুকুমত ও আফগান জনগণের উপর।

(২) আমার বিশ্বাস আমেরিকা আফ্রিকার বোমা বিস্ফোরণে উসামার জড়িত থাকার কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবেনা।

(৩) উসামাকে পূর্বেই আমরা অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলেছিলাম। হামলা নিষ্প্রয়োজন ছিল। এ হামলার শিকার হয়েছে আফগান নিরপরাধ জনগণ।

(৪) যদি পূরো আফগানিস্তান উল্টে যায় এবং আমরাও যদি ধ্বংস হয়ে যাই তবুও ওসামাকে সোপর্দ করব না। আমার আত্মসম্মান বোধ এটা সহ্য করতে পারে না যে, কোন মুসলমানকে কোন কাফেরের হাতে তুলে দিবে।

(৫) আমাদের জাতি ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্, আমরা সকল বিপদ বরদাশত করার জন্য তৈরী আছি।

(৬) (আরো হামলা সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্নের জবাবে) তারা যা করতে চায় করুক, আমরাও যা করতে পারি করব।

পবিত্র ঈদ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে মোল্লা উমরের বাণী

আমার স্বদেশী মুসলমান ভাইয়েরা!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

সর্বপ্রথম আপনাদের সকল ভাইকে রামাযানুল মুবারক, ঈদুল ফিতরের ইবাদতের জন্য এবং ইমারাতে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জানাই। আমি আশা করি ইসলামী জগতের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত মুসলমানই মুজাহিদীনদের মতো উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ইবাদত করেছে। আমি দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সমস্ত ইবাদতকে কবুল করে নিন। ঈদের দিন আল্লাহ তায়ালার রহমত, বরকত এবং খুশির দিন, এরূপ আনন্দ উপভোগকারীদের উপর ফরয, তারা যেন দরিদ্র পড়শীদিগকে বিশেষতঃ বিধবা এবং এতীমদেরকে ভুলে না যায়। এতিমদেরকে নিজেদের সন্তানের মতো দেখবেন, তাদের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে তাদের সমস্যায় সাহায্য করবেন।

হে মুসলমানগণ! এ দুনিয়ায় আসার আসল উদ্দেশ্য ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের খেদমত করা। পদ, সম্পদ ও সম্মান লাভ দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য নয়।

স্মরণ রাখবেন! যারা রাজত্ব ও পদকে নিজের অন্তরে স্থান দিয়েছে তারা বঞ্চিত ও অপমানিত হয়েছে। ভবিষ্যতে যদি কেউ সম্মান ও পদের খেয়ালকে অন্তরে জায়গা দেয় তাহলে সে পথভ্রষ্ট ও লজ্জিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে আমরা শুধু দ্বীন পেয়েছি, রাজত্ব ও পদমর্যাদা নয়। যদি কাউকে কোন পদমর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে সে যেন তার হক সমূহ আদায় করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। যদি পদমর্যাদা না পায় তাহলে সে যেন সে উহার উপর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করে, কারণ তাকে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

ভাইয়েরা আমার! আজ আফগানিস্তানের একটি বিরাট অংশের উপর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে, যার কারণে আপনারা প্রশান্তির মাধ্যমে ঈদের খুশি উদযাপন করছেন। তবে আপনারা সে সকল মজলুম মুসলমানদেরকে ভুলবেন না, যারা বিভিন্ন এলাকায় জালেমদের অধীনস্ত হয়ে রয়েছে। এবং নিজেদের জান মাল ও ইজ্জত বাঁচানোর ক্ষমতা নেই। আপনারা এই বরকতময় সময়ে সে সকল মজলুম মুসলমানদের সাহায্য করার অঙ্গীকার করুন। যদি আপনারা তাদের সাহায্য করতে না পারেন, তাহলে কমপক্ষে তাদের জন্য দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জালেমদের থেকে নাজাত দান করেন।

আমি এ বরকতময় সময়ে সে সকল লোকদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি যাদের সম্পর্ক সন্দেহজনক গ্রুপগুলোর সাথে রয়েছে অথবা বিভিন্ন অপারগতার কারণে কিংবা জালেমদের চাপের মুখে ইমারতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অবস্থানকারী লোকদের সারিতে এখনো অবস্থান করছে। আমি তাদেরকে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করার দাওয়াত দিচ্ছি, যেন তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। এবং ইসলাম ও মিল্লাতের খেদমতের জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। নিজেদের মতবিরোধ ওলামায়ে কেরাম ও শরীয়তের মাধ্যমে নিরসন করে নেয়। আমি তাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, ইমারাতে ইসলামী তাদের জান মাল এবং প্রকৃত পাওনা সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা নিবে। অবশেষে আরেকবার মোবারকবাদ দিয়ে দোয়া করছি আল্লাহ তায়ালা সকলকে নেক আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

বিনীত

ইসলাম ও মুসলমানদের খাদেম

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ

জাপানী দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকের সাথে আমীরুল মুমিনীনের সাক্ষাতকার

জাপানী দৈনিক ঃ আপনি উসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নিলেন না? অথচ তার উপর আমেরিকানদের উপর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে।

আমীরুল মুমিনীন ঃ উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে একজন মেহমান। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই আসে না। তা ছাড়াও তিনি কোন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড না করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ। যখন উসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রোপাগান্ডা তুঙ্গে উঠেছে তখন ইসলামী ইমারাতের উচ্চ আদালত তাদের কাছে প্রমাণ চেয়েছে এবং ঘোষনা দিয়েছে যে, যদি কারো কাছে উসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মেনে নেয়ার মতো কোন প্রমাণ থাকে, তাহলে তারা তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্থাপন করুক। কিন্তু কেউ কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। তাই উচ্চ আদালত তাকে নিরপরাধ ঘোষণা করেছে। আদালতের এ সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের অবস্থান আরো দৃঢ় হয়েছে। আমরা উসামাকে অন্য কোন রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করব না।

জাপানী দৈনিক ঃ আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, উসামা বিন লাদেন কোন সন্ত্রাসের সাথে জড়িত নয়।

আমীরুল মুমিনীন ঃ আমাদের নিজেদের অনুসন্ধান ও খোঁজ খবরের উপর পূর্ণ আস্থা আছে।

জাপানী দৈনিক ঃ আপনার দেশে কি উসামার বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা আছে?

আমীরুল মুমিনীন ঃ উসামা বিন লাদেন সাধারণ জীবন যাপন করছেন। তিনি দেশের সকল আইন কানুন মেনে চলেন।

জাপানী দৈনিক ঃ উসামার আফগানিস্তানে কতদিন থাকার অনুমতি আছে?

আমীরুল মুমিনীন ঃ উসামার মেহমানদারী আমাদের জন্য সাময়িক নয়।

জাপানী দৈনিক ঃ আমেরিকা উসামার গ্রেফতারীর জন্য একটি মোটা অঙ্কের টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করেছে। আপনি তাকে কতদিন পর্যন্ত হেফাযত করবেন? তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি?

আমীরুল মুমিনীন ঃ উসামার হেফাযতকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তাঁর ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।

জাপানী দৈনিক ঃ তালেবানদের উপর পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করার অভিযোগ করে। আপনি মানুষের অধিকার রক্ষার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি?

আমীরুল মুমিনীন ঃ বিশ্ববাসী জানে যে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ বড় দেশগুলো ছোট দেশের উপর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। এটি তালেবানের উপর একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাপানী দৈনিক ঃ তালেবানরা মাজার-ই-শরীফে হাজারো হাজারা গোষ্ঠীকে নির্মম ভাবে কেন হত্যা করেছে?

আমীরুল মুমিনীন ঃ এগুলো সব পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম এবং আমাদের দুশমনদের মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ। মাজারে হামলা করার সময় কিছু বিদ্রোহী যোদ্ধা নিঃসন্দেহে নিহত হয়েছে; কিন্তু কিছু লোক পরস্পর গ্রুপের যুদ্ধে মারা গিয়েছে। তাদের নিহত হওয়ার দায় দায়িত্ব তালেবানদের উপর চাপানো ঠিক হবে না।

জাপানী দৈনিক ঃ একথা কি ঠিক যে, জাতিসংঘ ও তাদের সকল সংস্থা গুলো আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গিয়েছে। এবং নিরাপত্তার অভাবে তারা পুণঃ ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

আমীরুল মুমিনীন ঃ আমরা জাতিসংঘ ও সকল সাহায্য সংস্থা গুলোকে নিরাপত্তা দিয়েছি। আমরা আশা করি এরপর সবগুলো সংস্থা আফগান জনগণের সাহায্যে পুনরায় কাজ শুরু করবে।

জাপানী দৈনিক ঃ যখন পুরো আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বিধান হয়ে যাবে যেমন আপনাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, তাহলে সাধারণ লোকদের ও কি হুকুমতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে? নাকি তালেবানরা নিজ নিজ পদে বহাল থাকবে।

আমীরুল মুমিনীন ঃ আফগানিস্তানের হুকুমত, ইসলামী হুকুমত হবে। সমস্ত লোকের সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এমনকি সে সকল বিরোধী লোকদেরকেও দেশের খেদমত করার অনুমতি প্রদান করা হবে, যারা বিরোধিতা ছেড়ে দিবে এবং বড় ধরণের কোন অপরাধে জড়িত না থাকবে। সমস্ত লোককেই দেশের পুর্নগঠনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেয়া হবে।

জাপানী দৈনিক ঃ মহিলাদেরকেও?

আমীরুল মুমিনীন ঃ অবশ্যই। তবে ইসলামী নীতিমালার আওতায়।

জাপানী দৈনিক ঃ জাতিসংঘ অভিযোগ করেছে যে, তালেবানরা তাদের খাদ্যগুদাম লুট করেছে, এটা কি ঠিক?

আমীরুল মুমিনীন ঃ না। বামিয়ানে আমরা কিছু খাদ্য পেয়েছিলাম সেটা আমরা দরিদ্র জনগণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করে দিয়েছি।

জাপানী দৈনিক ঃ সৌদি আরব সেসব দেশের অন্যতম যারা আপনার সরকারকে মেনে নিয়েছে। তারা নিজেদের রাষ্ট্রদূত কাবুল থেকে ফেরৎ নিয়ে গেছে উসামা বিন লাদেন ইস্যুতে মতবিরোধ হওয়ার কারণে। এছাড়াও সৌদি সরকারের সাথে আর কোন টানাপোড়ন আছে কি?

আমীরুল মুমিনীন ঃ উভয় দেশের দুতাবাসই নিয়ম মাফিক কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, রিয়াদ এবং আল খবরের বোমা বিস্ফোরণের সাথে উসামা বিন লাদেন জড়িত নন। এরপর টানাপোড়েনের আর কি থাকতে পারে?

জাপানী দৈনিক ঃ আপনাদের এখানকার শরীয়ত সৌদি থেকেও কঠিন কেন?

আমীরুল মুমিনীন ঃ শরীয়তের ব্যাখ্যার ব্যাপারে উভয় দেশে কোন বিরোধ ও পার্থক্য নেই।

জাপানী দৈনিক ঃ সারা বিশ্ব তালেবানদের বিরোধী কেন?

আমীরুল মুমিনীন ঃ কিছু বিশেষ দেশের অন্যায় আচরণে একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তালেবানদের বদনাম করার জন্য খৃষ্টান ছাড়া ইহুদীদেরও হাত রয়েছে।

ইসলাম উন্নয়ন বিরোধী নয়

আন নাহার ঃ আপনি কি ইসলামী তালেবান আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলবেন? ইহা কিভাবে কে আরম্ভ করেছেন? কি কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, এবং তালেবানদের ফয়সালা কিভাবে জারী করেছেন? তালেবানদের মজলিসে শুরা এবং তার সদস্যদের ও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ করবেন কি? আমীরুল মুমিনীনের মর্যাদা কি, ও তাঁর দায়িত্ব কি কি?

আমীরুল মুমিনীন ঃ নামকরা মুজাহিদীনদের রাষ্ট্র পরিচালনার পর বিগত চার বৎসর পূর্বে ইসলামী তালেবান আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছে। নেককার

দ্বীনদার মুজাহিদগণ ও দ্বীনী ছাত্ররা এর সদস্য। ইহার ভিত্তি ছিল ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া। এ আন্দোলন ১৫/১/১৪১৫ হিজরীতে কান্দাহারের মেওয়ান্দ জেলা থেকে আরম্ভ হয়েছে। এটা আল্লাহর সাহায্যে জনগণের পূর্ণ সহযোগিতায় আমার নেতৃত্বে আরম্ভ করা হয়েছে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে আমাদের অধিকাংশ আপোষমূলক সাক্ষাৎ, ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও দায়িত্বশীল গ্রুপদের সাথে হয়েছে।

অস্বীকার করলে আমরা তাদেরকে শক্তিপ্রয়োগ করে নিরস্ত্র করতাম। আন্দোলনের সকল কর্মপন্থা নির্ধারণ উচ্চ মজলিসে শুরা করত। এ শুরায় তাৎক্ষনিক ফয়সালা আমীর করতেন। শুরার সদস্যদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। অধিকাংশ সদস্যদের কাছে বিভিন্ন কাজের আপেক্ষিক সৈনিক এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও ছিল। কিছুদিন পর প্রায় ১৫০০ জন আলেম একমত হয়ে তালেবানদের নেতার হাতে শরীয়ত মোতাবেক বাইয়াত হয়ে তাঁকে আমীরুল মুমিনীন সাব্যস্ত করলেন। এভাবে তালেবান আন্দোলন ইমারাতে শরীয়াহ (শরীয়তের বিধি বিধান মোতাবেক পরিচালিত রাষ্ট্রে) পরিবর্তিত হয়ে গেল। এবং সমস্ত দলকে খতম করে দেয়া হল। সকলেই আমীরুল মুমিনীনের হাতে শরীয়তের বিধান মোতাবেক বাইয়াত হল।

আন নাহার ঃ তালেবানদের মাযহাব কি? এটাও স্পষ্ট করে বলুন যে, তালেবান হানাফী মাযহাবের মধ্যেই সীমিত? নাকি চার ইমামের ফেকাহরও সুযোগ আছে? তালেবানদের সমস্ত আইনই কি ফিকহে হানাফী মোতাবেক নাকি অন্যান্য মাযহাবের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে?

আমীরুল মুমিনীন ঃ তালেবানদের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। এখানে ফিকহে হানাফীর উপরই আমল করা হয়। পূর্ব থেকেই এরুপ চলে আসছে। সমস্ত আইন ফিকহে হানাফীর উপরই প্রণয়ন করা হয়েছে। এবং ইহা পুরো জাতির চিন্তা চেতনা এক হওয়ার জন্য বিরাট একটি নেয়ামত। ভবিষ্যতে ও ইনশাআল্লাহ ইহার উপরই আমল করা হবে।

আন নাহার ঃ তালেবানরা কি সে সকল কিতাবই সামনে রাখে যা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অথবা তাঁর শাগরেদ কর্তৃক প্রণীত। নাকি আইন প্রণয়নের জন্য অন্য মাযহাবের কিতাবকেও সামনে রাখা হয়?

আমীরুল মুমিনীন ঃ বিভিন্ন ওলামা ও ফকীহদের প্রণীত কিতাব থেকেই সাহায্য নেয়া হয় সৌদি আরব ও হিন্দুস্তানের ওলামাদের মতামতসহ।

আন নাহার ঃ শুরু থেকেই ইসলামী তালেবান আন্দোলন ইসলামী দুনিয়ার জন্য গোপনীয় ও রহস্যময় ব্যাপার ছিল। তালেবান সম্পর্কে মানুষ যতটুকু জানে তা না জানার মতই। আপনার মতেএখনো কি সে সময় আসেনি যে, ইসলামী

ইমারাত অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে প্রতিনিধি দল পাঠাবে। যারা সেখানকার লোকদের সামনে তালেবানদের পরিচিতি, কর্মপদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরবে?

আমীরুল মুমিনীন ঃ তালেবানদের কর্মকাণ্ড আফগান জনগণের নিকট এখন আর গোপন নয়। তবে তালেবান সম্পর্কে ইসলামী দুনিয়ার লোকদের নলেজ খুব সীমিত। তার কারণ হল তাদের প্রতিনিধি আফগানিস্তানে খুবই কম আসে। পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিনিধিরা আমাদের উপদেশ ও আইনের কারণে ভীত থাকে। তাদের বর্ণনার ভিত্তি হল কুইচ্ছা। তবে এমারাতে ইসলামী আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিনিধি দল পাঠাবে।

আন নাহার ঃ বর্তমানে দেশের সিংহ ভাগই তালেবানরা নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু পূর্বের তুলনায় বর্তমানে তাদের কেন্দ্রীয়তা যথেষ্ট দুর্বল। যদি আপনার কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের সুযোগ এসে পড়ে তাহলে কি উপমহাদেশের অন্যান্য দেশ এবং পশ্চিমা দুনিয়া আপনাকে এমনটি করতে দিবে?

আমীরুল মুমিনীন ঃ আল্লাহর রহমতে ইসলামী এমারাতের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বের তুলনায় অনেক মজবুত। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ়তা ভিতরগত অবস্থার উপর নির্ভর করে। বহির্বিশ্বের বিরোধিতা অযথা। একদিন তারা এ বাস্তবতা জানতে পারবে এবং বিরুদ্ধাচরণ ছেড়ে দিবে। বিশেষত ঃ আমাদের পড়শী দেশগুলো যারা এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আন নাহার ঃ আপনার ভালভাবেই জানা আছে যে, যে কোন নতুন সরকারের কিছু উল্লেখযোগ্য নিজস্ব কিছু কর্মকাণ্ড থাকে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং এলাকাভিত্তিক আপনার সরকারের এমন উল্লেখযোগ্য কি আছে? কোন সরকারের জন্য শুধু শরীয়তের আহকাম জারী করাই যথেষ্ট নয়। আপনি মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ও চাকুরী বিষয়ক সমস্যার সমাধান কিভাবে করেন? এ বিষয়ে আপনার সরকারের কোন ভবিষ্যত পরিকল্পনা আছে? আপনি কি বর্তমান পরিস্থিতি উত্তরণের অপেক্ষা করবেন?

আমীরুল মুমিনীন ঃ আমি আপনার সাথে এ ব্যাপারে একমত নই যে, শরীয়ত আমাদের জীবনের প্রতিটি শাখার জন্য যথেষ্ট নয়। শরীয়তের অবিশ্বাস্য ও সঠিক সামাজিক নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে, যা প্রতিটি আমলকে দুটিভাগে ভাগ করে দেয়। যুক্তি ও শরীয়তের বাণী। ফেকাহর নীতিমালা উন্নয়নের প্রতিপক্ষ নয়। আমাদেরকে কাজ করার ও উন্নতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের হুকুমত এ ব্যাপারে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। আমরা কয়েকটি অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম আরম্ভ করেছি। আফগানিস্তানের সামাজিক ভূমিকায় নারীরা

ধর্মীয় লাজ লজ্জার প্রতি লক্ষ্য রেখেই অংশ নিচ্ছে, যা উন্নত সমাজ ব্যবস্থাকে সফল বানাতে সাহায্য করে এবং এটা এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যাতে সমান অধিকার এবং মানবাধিকার সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে।

আন নাহার ঃ তালেবানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব কতজন? তাঁরা সকলেই কি ফৌজি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন? তাঁদের বয়স কত?

আমীরুল মুমিনীন ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে মানুষ যতদিন কাজ করার উপযোগী থাকে, সকলেই তালেবান আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ও নেতৃস্থানীয়। বর্তমানে বয়সের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। বরং আমাদের মাপকাঠি হল এখলাস, দ্বীনদারী এবং অভিজ্ঞতা। এছাড়াও কাজের ধরণ ভিন্ন ভিন্ন যেমন–সহজ ও কঠিন, আস্থাপূর্ণ ও অনাস্থা, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও অভিজ্ঞতাবিহীন কাজ। সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য আমাদের নিজস্ব নিয়মনীতি আছে। তন্মধ্যে মোটামুটি শিক্ষা থাকাও অত্যাবশ্যক। সামাজিক উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে আরো কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আন নাহার ঃ সৌদী আরবের সাথে হঠাৎ আপনার সম্পর্কে টানা পোড়েন সৃষ্টি হয়েছে এর কারণ কি? উসামা বিন লাদেনের আফগানিস্তানে অবস্থান? নাকি সৌদি আরব ইরানের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে তাদেরকে খুশী করতে চায়।

আমীরুল মুমিনীন ঃ যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা সৌদি আরবই করেছে। তাই এর কারণ ও ব্যাখ্যা সৌদি আরবই ভাল জানে। উসামা বিন লাদেন ছাড়া আর কোন কারণ আমার বুঝে আসেনা। উসামা বিন লাদেন তো ইসলামী এমারাত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্ব থেকেই আফগানিস্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর ওয়াদা ছিল যে তিনি সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন না। একারণেই তাঁকে আফগানিস্তানে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

আন নাহার ঃ আমেরিকা একদিকে আফগানিস্তানের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে অপরদিকে আমেরিকান কোম্পানীগুলো তালেবান ব্যবসায়ীদের সাথে বাণিজ্য চুক্তিতে ব্যস্ত। এ পরিস্থিতিতে ইসলামী এমারত আফগানিস্তান কোন্ কোম্পানীগুলোকে অগ্রাধিকার দিবে। আমেরিকা? ফ্রান্স? জাপান? নাকি চীনের কোম্পানীদেরকে?

আমীরুল মুমিনীন ঃ জাতিসংঘের সকল নিয়ম লংঘন করে আমেরিকা আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে বিপন্ন করেছে। আফগানিস্তানের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করেছে। অথচ সারা বিশ্ব এ অন্যায় আগ্রাসন সত্ত্বেও চুপ রয়েছে। শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের অনুসারীরাই এ হামলার নিন্দা করেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী কোম্পানীগুলো কাজ করছে তাদের সাথে আমেরিকার কোন সম্পর্ক নেই। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিয়োজিত।

আন নাহার ঃ বর্তমানে কি কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ আছে? পূর্ণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যেগুলির উপর কাজ শুরু করা হবে। এ জন্য কি আপনি অভিজ্ঞ মহলের সহায়তা নিয়েছেন? এবং তাদেরকে কি কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন?

আমীরুল মুমিনীন ঃ কয়েকটি অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম আছে। পূর্ণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যেগুলির উপর কাজ শুরু করা হবে। এ সকল প্রোগ্রামে আফগান অভিজ্ঞজনরা কাজ করেন। যে সকল অভিজ্ঞ বিদেশী কাজ করতে চান তাদেরকে আমরা সাদরে আমন্ত্রণ জানাব।

আন নাহার ঃ আফগানিস্তানে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আপনি কি করাচীর বন্দরকে নিজেদের কেন্দ্রীয় বন্দর হিসেবে ব্যবহার করবেন? না অন্য কোন বন্দরকে। আপনি পাকিস্তানের সাথে কোন্ কোন্ অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপর চুক্তি করেছেন?

আমীরুল মুমিনীন ঃ পাকিস্তানের সাথে আমাদের ট্রানজিট চুক্তি ছিল কিন্তু এ ব্যাপারে পাকিস্তান বর্তমানে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। বাণিজ্যিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আমরা সকল সম্ভাব্য পথ খোলা রাখতে চাই।

আন নাহার ঃ আপনি রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কি আলোচনা করতে চান? যাতে আপনার সাথে সম্পর্ক বহাল হয়ে যায়?

আমীরুল মুমিনীন ঃ রাশিয়া এখনো পর্যন্ত অতীতের ন্যায় আফগানিস্তানের সাথে শত্রুতা করে যাচ্ছে। যার ফলে সে আগ্রাসন চালিয়ে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং মানসিক ও জানমালের এ পরিমাণ ক্ষতি করেছে যা ভুলবার নয়। ভাগ্যক্রমে আফগান জেহাদের ফলে রাশিয়া শুধু লজ্জাজনকভাবে পরাজিতই হয়নি বরং তাকেও বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। বর্তমানে রাশিয়া নিজেই সমস্যা পীড়িত।

আন নাহার ঃ পড়শী রাষ্ট্র হিসেবে ইরানের সাথে আপনার সম্পর্ক বহাল করতে ও সম্পর্ক উন্নয়ন করতে কোন্ জিনিসটি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন?

আমীরুল মুমিনীন ঃ আমরা সকল পড়শী রাষ্ট্রের সাথেই বন্ধু সুলভ সম্পর্ক রাখতে চাই। তবে এতে পড়শী রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির একটি ব্যাপার আছে। ইরানের সাথে সমস্যা দূর করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল ইরানের পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন।

আন নাহার ঃ বলা হয় যে আফগানিস্তানে নেশাজাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। আমাদেরকে বলুন যে কোন এলাকায় ইহার চাষ হয়? মোট জমির পরিমাণ কত? কোন ধরণের হেরোইনের চাষ হয়? ইসলামে ইহা চাষের অনুমতি আছে কি? এ ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলোর সহযোগিতা কি পরিমাণ?

আমীরুল মুমিনীন ঃ আফগানিস্তানে নেশাজাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন দীর্ঘকাল থেকেই চলে আসছে। জাতিসংঘের সহযোগিতা এ পরিমাণ নয় যে, উৎপাদন একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যায়।

ইতিমধ্যেই আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে, যদি ইসলামী এমারাত আফগানিস্তানকে জাতিসংঘ মেনে নেয় তাহলে হেরোইন উৎপাদন বন্ধ করলে উৎপাদনকারীদেরকে ক্ষতিপুরণ দেওয়া হবে। হেরোইন উৎপাদন একেবারেই বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলাম; কিন্তু বিশ্ববাসী আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি। কি পরিমাণ জমিতে হেরোইন চাষ হয় তার হিসাব ইউ, এন, ডি, সি, পি, এর নিকট সংরক্ষিত আছে। আমাদের হুকুমতের কাছে এর কোন হিসাব নেই। ধর্মীয় দৃষ্টিতে ওলামায়ে কেরাম নেশাজাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ঔষধের প্রয়োজনে বৈধ সাব্যস্ত করেন। তবে যদি তা নেশার কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে তার অনুমতি নেই।

আন নাহার ঃ ইরান ও আফগানিস্তান উভয়ের পক্ষ থেকে হুমকি ছাড়াও ইরান কি কোন আগ্রাসন চালিয়েছিল? আপনি ইরানের সাথে সমঝোতার প্রস্তাব পাকিস্তানের মাধ্যমে না সৌদি আরবের মাধ্যমে দিয়েছেন?

আমীরুল মুমিনীন ঃ ইরানের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব আমরা পাইনি তবে আমরা ইরানকে আমাদের সিদ্ধান্তগুলো তাদের প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছি। আমরা ইরানকে সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলাম।

আন নাহার ঃ সৌদি আরবের সাথে আপনাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আপনার কি এই ভয় নেই যে, পাকিস্তান ও আপনাকে একা ছেড়ে দিবে। ইসলামাবাদের সাথে আপনার সম্পর্কের উপর কি ভরসা আছে?

আমীরুল মুমিনীন ঃ সৌদি আরবের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি উভয় দেশের দুতাবাস নিয়ম মাফিক কাজ করছে। তবে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সরিয়ে আনা হয়েছে। পাকিস্তানের সাথে আমাদের বিরাট সীমান্ত আছে। উভয়ের সংস্কৃতি ও একই ধরণের। তাই আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার তেমন কোন কারণ নেই।

আন নাহার ঃ আপনার দৃষ্টিতে উসামার কারণে সৌদি আরবের সাথে সৃষ্ট মতবিরোধের সমাধান কি? আপনি গ্যারান্টি দিলে কি কর্মকাণ্ড খতম হয়ে যাবে?

নাকি আপনি তাকে অন্য কোন রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিবেন? যদি অন্য কারো হাতে তুলে দেন তাহলে কোন রাষ্ট্রের হাতে? আপনাদের দৃষ্টিতে কি উসামা সৌদি আরবের কাছে কোন বিশেষ গুরুত্ব রাখে? যদি গুরুত্ব থাকেই তাহলে সৌদি আরবের হেকমতে আমলী কি?

আমীরুল মুমিনীন ঃ উসামাকে অন্য কোন রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা নেই। তবে সৌদি আরবের কাছে তার গুরুত্ব আছে কিনা? সেটা আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিন। আমরা উসামার সমস্যার সমাধানের জন্য এ প্রস্তাব দিয়েছি যে, সৌদি আরবের ওলামায়ে কেরাম ও আমাদের ওলামায়ে কেরাম বসে কোরআন ও হাদীস অনুয়ায়ী সমাধান বের করুন। সৌদি আরবকে বলেছি যে, আপনারা আপনাদের আলেমদের নির্বাচন করুন।

আন নাহার ঃ জাতিসংঘের বিশেষ দূত আল আহজার ব্রাহীমী আফগানিস্তান ও ইরানের সফর করছেন। এ সফরে আপনি কি আশা করছেন? আপনি কি এ সফরকে সফল করতে আগ্রহী?

আমীরুল মুমিনীন ঃ ব্রাহীমী তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু তাঁর সাফল্য নির্ভর করে উভয় পক্ষের সহযোগিতার উপর। আমাদের সহযোগিতা যতটুকু তা পূর্ণতায় পৌছেছে। এখন অপর পক্ষ সহযোগিতা করবে। আমাদের আকাংখার সীমাবদ্ধতা তার সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।

আন নাহার ঃ আমার সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে ভবিষ্যতে আফগানিস্তানে পখতুন ও অন্যান্য গোত্রের মাঝে সম্পর্ক কি ধরনের থাকবে? তাছাড়া হানাফী মতাবলম্বী ও অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর মাঝে পরস্পর সম্পর্কের ব্যাপারে আপনার কি ধারণা।

আমীরুল মুমিনীন ঃ আফগানিস্তানের পুরো ইতিহাসে দেখা যায় যে, তারা বিভিন্ন জাতির হওয়া সত্ত্বেও মিলেমিশে বসবাস করে। এখনো তারা পরস্পর দূরত্ব পছন্দ করে না। কিছু যুদ্ধংদেহী মনোভাবের লোক ব্যক্তিগত ফায়দা লুটার জন্য এ বিষয়টিকে তুলে ধরে হাওয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় আফগান জনগণ কোন সাড়া দেয়নি। আমাদের দেশে কোনরূপ ফেরকাবাজীও নেই।

মোল্লা উমরের গাড়ী উল্টে গিয়েছে

আল্লাহর সাহায্যের একটি তাজা ঘটনা গত কাল ঘটে গিয়েছে। আমি নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলাম। একশত বিশ কিলোমিটার বেগে গাড়ী চলছিল হঠাৎ একজন সাইকেল আরোহী সামনে পড়ে গেল। তাকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়ী উল্টে গেল।

গাড়ি চারটি ডিগবাজি খেয়ে আপনা আপনিই সোজা হয়ে আবার চলতে লাগল। গাড়ীর একপাশে হাল্কা ঘষা ঘষা লেগেছে।

মোল্লা উমর মুজাহিদ কাপড় মুবারকের যিয়ারত করলেন

আহমদ শাহ আবদালীর মাজারের পাশেই জহির শাহ এর আমলে নির্মিত একটি বিরাট বিল্ডিং রয়েছে। এর ভিতরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই কাপড় মুবারক রাখা হয়েছিল যা তিনি হযরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ)কে দেওয়ার জন্য খুলে দিয়েছিলেন। বর্ণনা অনুযায়ী এ কাপড় মুবারক কয়েকটি মাধ্যমে হয়ে বাগদাদ তারপর বলখ তারপর বাদাখশান প্রদেশের জাওযগান স্থানান্তর হয়। আহমদ শাহ আবদালী ১১০৯ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে এ কাপড় মুবারককে জাওযগান থেকে কান্দাহার নিয়ে আসেন। কাপড় মুবারক একের পর এক তিনটি সিন্দুকের ভিতর আবদ্ধ, যে গুলি সব সময় তালাবদ্ধ থাকে। জহির শাহ এর আমলে কাপড় মুবারকের জন্য একটি আলীশান বিল্ডিং তৈরী করা হয় যা মসজিদ হিসেবেও ব্যবহার হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কাপড় মুবারকের ব্যাপারে মিয়া ফকীরুল্লাহ শিকার পুরীর লেখনীতে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। তালেবানরা কান্দাহার বিজয় করার পর মোল্লা উমর আখন্দ উর্ধ্বতন শুরার অনুমতিক্রমে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে সিন্দুকগুলি খুললেন এবং কাপড় মুবারকের যিয়ারত করলেন। কান্দাহারের লোকদের এ সৌভাগ্য সত্তর বৎসর পর লাভ হয়েছে। আর আমার জন্য সম্ভবতঃ আফগান সফরে এটাই সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য।

দাশতে লাইলা-এর শহীদগণ ও আমীরুল মুমিনীন

দাশতে লাইলার শহীদানদের দ্বারা সাড়ে তিন হাজার কবর পূর্ণ হয়েছে। আরো এক হাজার কবর তৈরী আছে। ময়দান থেকে উঠিয়ে এনে এনে শহীদানদের কাফন-দাফনের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল। এ জুলুম বিশ্বের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টিতে কেন পড়ে না?

জাতিসংঘের ব্যাপারে মোল্লা উমর মুজাহিদের মতামত

জাতিসংঘের রিপোর্ট মিথ্যা, বানোয়াট ও একতরফা। যে সকল লোকেরা আমাদের হাজারো কয়েদীদেরকে অছিয়তের সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি আজ তারাও নিরাপদ জীবন-যাপন করছে। অথচ তাদের স্ত্রীরাও হত্যাযজ্ঞে শরীক ছিল।

সফর অবস্থায় আমীরুল মুমিনীন

একজন মুজাহিদ আযান দিলেন। আরগেন্দাব নদীর বাঁক থেকে বয়ে আসা একটি খালে সকলে অযু করলেন। মাওলানা সামীউল হক সাহেবের ইমামতিতে নামায পড়লাম। ধীরে ধীরে অন্ধকার ছেয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যাবেলার সমতল ভূমিটি

হাল্কা আলো আধাঁরীতে বড়ই মনোরম মনে হচ্ছিল। বিপরীত দিক হতে দু'তিনটি গাড়ীর হেড লাইটের আলো দেখতে পেলাম। কাঁচা সড়কের উপর দিয়ে গাড়ীগুলো ঝাঁকি খেতে খেতে আসছিল। এলাকাটি ছিল অনাবাদী। তালেবানরা হুশিয়ার হয়ে গেল। গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সীট হতে একজন কালো পোশাক পরিহিত নওজোয়ান নেমে আসলেন। তালেবানরা সসম্মানে দাঁড়িয়ে গেল। ইনিই তাদের আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর আখন্দ। প্রথম ও তৃতীয় গাড়িটিতে তাঁর রক্ষীদল ছিল। মোল্লা উমর নেমে আমাদের নিকট আসলেন। সাক্ষাৎ করে কুশল বিনিময় করলেন।

কাঁধ থেকে চাদর নামিয়ে যমিনের উপর বিছিয়ে বসে পড়লেন। মাওলানা সামীউল হক তাঁর পাশেই ছিলেন। সকলেই গোল হয়ে চারপাশে বসে পড়লেন। মোল্লা উমর দু'চার মিনিট কথাবার্তা বলে দেয়ার জন্য হাত তুললেন। তারপর নিজের গাড়ী নিজেই ড্রাইভ করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন।

জানতে পারলাম যে, এটা তাঁর প্রতিদিনের নিয়ম। তিনি সন্ধাবেলায় ঘর থেকে বের হয়ে রাতের বেশীর ভাগ অংশ বিভিন্ন জনপদ মেইন রোড পুলিশ ফাঁড়ি সেনা মোর্চা পরিদর্শনে কাটান।

দিল্লীর তেহাড় জেল থেকে আমীরুল মুমিনীনের নামে চিঠি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰي مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

সম্মানিত জনাব হযরত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর দামাত বারাকা তুহুম এর খেদমতে।

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন। দুরূদ ও সালাম নাযিল হোক সর্বশেষ নবী মুজাহিদদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাঁর সাথে আমাদের গভীর সম্পর্ক।

বাদ সালাম, বন্ধু-বান্ধব, পত্র-পত্রিকা, চিঠি-পত্র বিশেষভাবে রেডিও কাবুল মারফত যা এখানকার সময় রাত্র দশটা বাজে-সম্প্রচার হয় তাতে আফগানিস্তানে ইসলামী এমারতের প্রতিষ্ঠার কথা শুনে সিজদায়ে শোকর আদায় করেছি। আজ যে সকল মুজাহিদীন একত্রিত হয়েছে তাদের সাথে জেলে আটক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরাও এক অদৃশ্য অঙ্গীকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। হে আমাদের আমীরুল মুমিনীন! আমরা বহু বছর ধরে হিন্দুস্তানের জেলখানায় আবদ্ধ আছি।

কেউ কাশ্মীর জেহাদের কারণে কেউ হিন্দুস্তান জেহাদের কারণে কেউ বাবরী মসজিদকে শহীদ করার প্রতিবাদ করতে গিয়ে জেলে আটকা পড়েছি। আমরা জেলের ভিতরে জেহাদের শরয়ী হুকুম, এমারতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা, সরকারের আনুগত্য হিজরত ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না করেই পাগলামীর প্রাবল্যে এমারতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বিভিন্ন সংগঠনের নামে কাজ শুরু করেছি। আমাদের অনেক সাথী এপথে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে।

আমরা কাশ্মীরে ভারতের জোরপূর্বক দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছি। তার পাশাপাশি হিন্দুস্তানের জমিনে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য সীমিত কর্মকাণ্ডও চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা যখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন বিশ্বের নামকরা শক্তিদেরকে উস্কানি না দিয়ে আমরা থাকতে পারিনা। যখন ফিলিস্তিনী মুসলমানদের উপর ইসরাইলী হায়েনাদের নির্বিচার হামলা ও জুলুমের খবর কানে আসে তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে পারি না। মোট কথা কুফুরের শক্তি প্রদর্শন আমরা সহ্য করতে পারি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অপমান আমরা বরদাশত করতে পারিনা।

হে আমীরুল মুমিনীন! একথাগুলো এজন্যই লিখছি যাতে আপনি অনুমান করতে পারেন যে, দুনিয়ার এই অন্ধকার কোণে তাও জেলখানার দেয়ালের ভিতরে তখন আমাদের কি পরিমাণ আনন্দ লেগেছে, যখন আমাদের কানে এমারতে ইসলামীর আওয়াজ এসেছে। আফসোস শুধু এজন্যই হচ্ছে যে, বর্তমানে আপনি যখন আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার প্রাথমিক যুগ অতিক্রম করছেন, তখন আমরা দুশমনের থাবায় আটকে আছি। আমাদের অন্তরে আশা ছিল, এ সময় আপনার আনুগত্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ মহান কাজে স্বীয় খুন ও ঘাম শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লুটিয়ে দেব। কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহর চেয়ে জানমাল ব্যয় করার উত্তম কোন স্থান হতে পারে না।

হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা এমারতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার পর আর এতিম নই। ইন্‌শাআল্লাহ আমরা আল্লাহ তায়ালাকে হাজির নাজির জেনে এবং আল্লাহর আহকামের পাবন্দী করে এক উম্মত ও এক আমীরের জন্য আপনার দস্তমুবারকে অদৃশ্যভাবে বাইয়াত হচ্ছি। আমরা গুনাহগার! আমাদের মধ্যে কোন যোগ্যতা নেই। অন্তরে শুধু এতটুকু আকাংখা ছিল যে, জীবনে একবার এমারাতে ইসলামীর ঘোষণা শুনব। অতএব এমারতে ইসলামীর ঘোষণার উপর আমরা লাব্বাইক বলছি। আমরা আমাদের সকল সংগঠন যেগুলোর আমি নেতা সেগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছি। অথবা যেগুলোর অধীনে আজ আমি কাজ করছি

সেগুলিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করছি অথবা সেগুলির সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা করছি। আজকের পর থেকে আপনার শরীয়ত সম্মত হুকুম মনে প্রাণে পালন করব ইন্‌শাআল্লাহ।

হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা বিশেষভাবে আপনার মনযোগ হিন্দুস্তানের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাই। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও ভবিষ্যদ্বানী আছে এবং আল্লাহর ফযলে এ মূহুর্তে পরিস্থিতিও অনুকুলে আছ। এ কারণে এখানে কুফুর ও শিরককে খতম করার জন্য এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য একটি সর্বাত্মক পরিকল্পনা প্রয়োজন ইনশাআল্লাহ এক উম্মত এক আমীর এবং এক দ্বীনের সুস্পষ্ট পয়গামের সুবাদে আমরা এবং আমাদের মতো কত অগনিত নওজোয়ান আপনার আওয়াজে লাব্বাইক বলার জন্য অস্থির, যাতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

আজকের এ সমাবেশ হতে যাতে গায়েবানা বাইয়াত হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত মুজাহিদীন ও সাধারণ মুসলমানদের নিকট আবেদন এই যে, সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে এই এমারাতে ইসলামীর পুনর্গঠনে অংশ নিন, যাতে আল্লাহ ও তাঁর নবী আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

আশা করি খুব দ্রুত আমাদের চিঠির উত্তর দিবেন এতে আমাদের অন্তর শান্ত হবে। আমরা ইসলামী তালেবান শহীদ ও গাজীদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করছি। যাদের খাঁটি কোরবানীর বদৌলতে ও আল্লাহর তাওফীকে ইসলামের বসন্ত বাগান শ্যামলতা লাভ করেছে। আল্লাহর তায়ালা সমস্ত মুজাহিদীনকে গায়েবী সাহায্য করুন এবং ইসলামের দুশমনদের সকল ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করুন। আমীন।

হিন্দুস্তান হতে কাশ্মীরী মুজাহিদদের প্রেরিত অঙ্গীকার নামা

আমি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ রয়েছে হাজির নাজির জেনে অঙ্গীকার করছি যে, হযরত মোল্লা মুহাম্মাদ উমর আমীরুল মুমিনীন এমারাতে ইসলামী আফগানিস্তানের হাতে গায়েবানা বাইয়াত করছি। আমি আল্লাহ এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম মোতাবেক আমীরুল মুমিনীনের প্রতিটি আদেশ মনে-প্রাণে অনুসরণ করব ইন্‌শাআল্লাহ। আমি এমারাতে ইসলামীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং কুফর ও শিরক খতম করার জন্য মনে-প্রাণে আমীরুল মুমিনীনের আনুগত্যে জেহাদ করব ইন্‌শাআল্লাহ।

আমি অঙ্গীকার করছি যে, কোন সংগঠনকে জাতিগত, ভাষাগত অথবা এলাকাগতভাবে সীমিত করণকে আমার উপর বিজয় হতে দিব না ইন্‌শাআল্লাহ।

আমি অঙ্গীকার করছি যে, ফরয, ওয়াজিব ও নফলসমূহ আদায় করতঃ হারাম এবং মাকরূহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে প্রত্যেক ছোটবড় হুকুমকে নিজের উপর জারী করব ইন্‌শাআল্লাহ।

আমি অঙ্গীকার করছি যে, আল্লাহর হক বান্দার হক আদায় করতঃ নিজের পুরো জীবনকে সত্য দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য ওয়াকফ রাখব ইন্‌শাআল্লাহ।

আমি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আমীরুল মুমিনীন এর তাৎক্ষনিক হুকুম পুরোপুরি ভাবে মেনে নিব ইন্‌শাআল্লাহ!

বন্দীদের প[illegible] থেকে,
তেহাড় জেলখানা, [illegible]তুন দিল্লী

আই, এস, আই এর সাবেক নেতার পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীনের সমর্থন

তালেবান কাবুল বিজয়ের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। আমীরুল মুমিনীনের নেতৃত্বে জাতিকে একতাবদ্ধ করেছে। এবং শরয়ী আইন ও চালু করেছে। সুতরাং এরপর তাদের সাথে যুদ্ধ করার আর কোন বৈধ অজুহাত অবশিষ্ট থাকেনি। বিরোধীদলগুলোর পরস্পর মতবিনিময় ও আলোচনা করা উচিৎ ছিল যাতে সকল সমস্যা রাজনৈতিক ভাবে সমাধান হয়ে যায়।

জেনারেল হামিদ গুলের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীনের নিকট চিঠি

১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে মাসূম আফগানী বর্ণনা দিল যে, আফগানিস্তানে হামিদ গুলের কর্মকাণ্ড শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি এ বিষয়ে মোল্লা মুহাম্মাদ উমরকেও চিঠি লিখেছি যে,আমি আফগানীদের মঙ্গলকামী। এ জন্য আমিও কুরবানী দিয়েছি। নতুবা আজ আমি চীফ অব দ্যা আর্মী হতাম, তবুও আমি সর্বদা আফগানীদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছি। এবং ভিসা নিয়ে সেখানে গিয়েছি। আমি কয়েকবার তালেবানদের বলেছি তারা যেন আমাকে দাওয়াত দেয়, আমি দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য তৈরী আছি। এখনো পর্যন্ত আমি আমার এ আকাঙ্খার স্বপক্ষে কোন পয়গাম পাইনি।

আটক জেলখানা থেকে মাওঃ আজম তারেকের চিঠি

মুহতারাম,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

সুবহে সাদেকের পূর্বেই 'যরবে মুমিন' পত্রিকার তাজা কপি হাতে এসেছে। নিজের সেলে অন্ধকারেই যতক্ষণ পর্যন্ত পড়তে না পেরেছি ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি আসেনি। এখন সকল দৈনন্দিন আমল থেকে ফারেগ হয়ে আপনাকে চিঠি লিখছি। পত্রিকায় যেহেতু আমার ভাই মাওলানা মাসউদ আযহার সাহেব এবং অন্যান্য ইসলামী কয়েদীদের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদের হাতে গায়েবানা বাইয়াতের খবর পেয়েছি। এ খবরের পরে প্রত্যেক মুসলমান যারা দূর-দূরান্তের দেশে অবস্থান করছে অথবা নিকটতম শহরেই আছে; কিন্তু উপস্থিত হতে অক্ষম। অবশ্যই তাদের অন্তরে এ তামান্না রয়েছে যে তারাও আমীরুল মুমিনীনের হাতে গায়েবানা বাইয়াত হবে।

আপনি এ বিষয়ে অবশ্যই একটি পথ নির্দেশ করুন, বিশেষ ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানগণ ও সাধারণভাবে অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানকারী মুসলমানদের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ। তাছাড়াও এ সময়ে যখন আমেরিকা, ইসরাইল, ইরান, রাশিয়া ও হিন্দুস্থানের মতো সমস্ত কাফের রাষ্ট্রসমূহ এক হয়ে এমারাতে ইসলামী-আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে উত্তর মেরুতে অবস্থান করছে। এ ঐক্যবদ্ধ কাফেরদের বিরুদ্ধে সমস্ত মুসলমান বিশেষতঃ পাকিস্তানের মুসলমানদের উপর জেহাদ ফরয নয় কি?

'যরবে মুমিনের' মাধ্যমে আমি তালেবান হুকুমতের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যাতে রেডিও কাবুল থেকে উর্দু সংবাদের সময় বৃদ্ধি করা হয় এবং রেডিও ষ্টেশনকে আরো শক্তিশালী বানানো হয়। যাতে উপমহাদেশের প্রতিটি মুসলমান ইহা দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

মাওলানা সারফারায খান ছফদর সাহেবের সমর্থন

হযরত আমীরুল মুমিনীন এবং তাঁর মুখলিস সাথীদের জন্য অন্তরের গভীর হতে দোয়া আসে। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে সকল মুসলিম রাষ্ট্র ও নেতাদের জন্য নমুনা বান্দন, যারা বর্তমানে কাফেরদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে এবং শরীয়তবিরোধী বিলাসিতার জীবন-যাপন করছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হেদায়াত দিন। আমেরিকার যখন রাশিয়ার শক্তিকে খর্ব করার প্রয়োজন ছিল তখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীরা মুজাহিদ এবং স্বাধীনতা কামী ছিল।

আমরা দেখেছি, আমাদের পূর্বে যারা জেহাদ করেছে। তারা নিজেদেরকে খেয়ানত এবং গাদ্দারী থেকে হেফাযতে রাখতে পারেনি। যার ফলাফল

পরবর্তীতে অত্যন্ত দুঃখজনক হয়েছে। পূর্ববর্তী মুজাহিদীনগণ আল্লাহ তায়ালার হুকুম মোতাবেক সঠিক নিয়মে আমল করতঃ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করত। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিজয় দ্বারা পুরস্কৃত করতেন। কিন্তু তাদের আকর্ষণ যখন দ্বীন থেকে দুনিয়ার দিকে চলে গিয়েছে। তখন লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে গিয়েছে।

অতএব প্রত্যেক মুজাহিদের উচিৎ যেন তারা মুহাসাবা করে নিজের সংশোধন করে নেয় যাতে আমাদের কোরবানী এবং যে খুন আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত করা হয়েছিল তা বরবাদ না হয়ে যায়। বিধবা এতিম ও শহীদদের হকসমূহকে পদদলিত করবেন না। এবং প্রতিটি পদের জিম্মাদার যেন তার উপর অর্পিত সকল হকসমূহকে আদায় করে। কারণ হাশরের ময়দানে সমস্ত মাখলুকের সামনে আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান হতে হবে। দুনিয়ার সামান্য কষ্ট সহ্য করে আমরা নিজেদেরকে আখেরাতের অপমান থেকে কেন রক্ষা করব না?

রব্বানীর মন্ত্রীদের মোল্লা উমর মুজাহিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ

মোল্লা এহসানুল্লাহ এহসান শহীদ বলেন,

যখন আমরা গজনী পৌছলাম তখন তিনি উজিরদের একটি প্রতিনিধিদল আমাদের নিকট পাঠালেন এ প্রতিনিধিদল দুটি প্রস্তাব নিয়ে আগমন করেছে।

প্রথম প্রস্তাব হল এই যে, আমরা আপনাকে সালাম করি। আপনি দীনী মাদরাসার আত্মসম্ভ্রবোধসম্পন্ন ছাত্র। আপনি দরিদ্র। আমি আপনার সাহায্য করতে চাই। আপনি আমাকে বলুন, আমি কিভাবে আপনার সাহায্য করতে পারি।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল এই যে, হেকমতিয়ার, মাজারী এবং দোস্তাম গজনীর উপর হামলা করার প্রোগ্রাম তৈরী করেছে। আমাকে অনুমতি দিলে আমি হেকমতিয়ারের উপর হামলা করে দিব।

আমি জবাব দিলাম, আমি টাকা পয়সার সাহায্য চাই না। আমরা ক্ষুর্ধাত থেকেও তোমাদের চেয়ে অধিক সফল। পাথর পানিতে ডুবে যায়। কিন্তু তাঁর উপর যদি গোবর মেখে দেওয়া হয় তাহলে তা ভাসতে থাকে। যদি আমরা তোমার অথবা তোমার ফৌজের সাহায্য গ্রহণ করি তাহলে এটা হবে ঘৃণ্য কাজ। এরূপ ঘৃণ্য সাহায্যের পরিবর্তে আমরা ডুবে যাওয়াকেই প্রাধান্য দিব।

এর ফলে রব্বানীর উজীর ওস্তাদ ফায়েয এবং রহমতুল্লাহ মোল্লা উমর আখন্দের হাতে বাইয়াত হলেন।

ওস্তাদ ফায়েয বললেন– আপনার আন্দোলনই খাঁটি আন্দোলন। আমি রব্বানীকে গিয়ে এ পয়গামই দিব এবং আপনারা যখন কাবুলের নিকটে এসে পড়বেন তখন কোন ঝামেলা ছাড়াই কাবুল খালি করে দিব। যখন আমরা কাবুলের কাছাকাছি চাহার আসয়াবে পৌছলাম তখন এরা নিজেদের ওয়াদা ভুলে গেল। এবং বলতে লাগল তালেবান কমিউনিস্টদের বন্ধু এবং কওম ও মিল্লাতের শত্রু।

আমীরুল মুমিনীনের নামে একজন পাকিস্তানী অনুরাগীর চিঠি

যখন শাসকদের অন্যায়-অবিচার দেখে তুলনামুলকভাবে ফেরাউনের জীবন ও সম্মানজনক মনে হয়। এমন এক পরিস্থিতিতে হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি দ্বীনের মহব্বতকারীদেরকে আপনার পবিত্র দেশ আফগানিস্তানে জায়গা না দেন তাহলে কেয়ামতের দিন অবশ্যই আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বিশ্বাসী লোকদেরকে আপনার পক্ষ থেকে আফগানিস্তানে বসবাসের দাওয়াত পেশ করা উচিৎ তাদেরকে যাতে আপনার দেশ মুসলমানদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। আমি ঐ বোনের শুকরিয়া আদায় করছি। যার চিঠি মুসলমানদের অন্তরে দোলা দিয়েছে। আমি নিজেও নিজ মহল্লার পরিবেশে অনেক চিন্তিত আছি। পুরো মহল্লা অপকর্ম ও নির্লজ্জতাকে ভালবাসে।

এ সকল শয়তানী ও গানের আওয়াজ থেকে বাঁচার জন্য কুরআনে পাকের তেলাওয়াত লাগিয়ে দেই। প্রায় সমস্ত লোকই কুরআনের আওয়াজ শোনা পছন্দ করেনা। কিন্তু স্বীয় প্রভুর নিকট আবেদন করি তিনি এ সকল মুনাফিক থেকে মান-ইজ্জত হেফাযতে রাখেন। আলহামদু লিল্লাহ ঘরের দ্বীনী পরিবেশের বরকতে ঘর ওয়ালারা গান-বাজনা ও নির্লজ্জতাকে ঘৃণা করে। আমাদের ঘরে কোন শয়তানী যন্ত্র নেই। টেপ রেকর্ডার থেকে কুরআনের তেলাওয়াত শোনার বাচ্চাদের শখ আছে। যার নূরানী নেয়ামত দ্বারা আমরা স্বচ্চ থাকি।

মাজার-ই-শরীফের শিক্ষনীয় ঘটনার বিবরণ

সকাল আটটায় কান্দাহার বিমান বন্দর হতে একটি বিমান অবতরণের পর তারা মোল্লা আব্দুর রাজ্জাকের কেন্দ্রে গেলেন যেটা আব্দুল আলী মাজারীর সাবেক বাড়ী ছিল। মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক এখানে নবাগত তালেবানদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। এভাবে দুপুরে খানার সময় হয়ে গেল। খানা খাওয়ার পর একজন সংবাদ দাতা খবর দিল যে, মাজার শরীফ শহরে কমিউনিষ্ট জেনারেল আব্দুল মালেকের সিপাহীরা দুজন তালেবানকে শহীদ করে দিয়েছে। কখন আমাদের সুপ্রীম কমাণ্ডার আব্দুর রাজ্জাক এবং সভাপতি ইবরাহীম এবং তাজিকিস্তানের

এজেন্ট আব্দুল মালেকের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। আমাদের গ্রুপের কয়েকজন তালেবান শহরে ঘোরাফিরার জন্য গেলেন। হঠাৎ রুশ এজেন্টের সিপাহী আমাদের সামনে চলে আসল এবং তারা আমাদের ঘোরাফিরারত তালেবানদের উপর ট্যাংকের ফায়ার চালু করে দিল। ফলে দুজন তালেবান শহীদ হয়ে গেলেন এবং অপর দুজন তালেবান মারাত্মক জখমী হলেন।

এ ঘটনা বিকেল চারটার দিকে ঘটে। ঐ দুজন তালেবান শহীদ হওয়ার পর আমাদের কমাণ্ডারগণ তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। আমরা তাদের কয়েকটি মোর্চা এবং একটি কেন্দ্র দখল করে নিলাম। তারপর তালেবান আত্মরক্ষামূলক পজিশনে রাত নয়টা পর্যন্ত অবস্থান নিল। আমাদের এক সাথী যখন ওয়ারলেছ খুলল তখন জেনারেল আব্দুল মালেকের মানসিকতার লোকেরা পরস্পর মোল্লা আব্দুর রাজ্জাকের গ্রেফতারী এবং মহান পথপ্রদর্শক নেতা মৌলভী এহসানুল্লাহ এহসানের শহীদ হওয়ার সংবাদের মোবারকবাদ আদান প্রদান করছিল। একজন ছাত্র সমস্ত তালেবানকে উচ্চ স্বরে ঘোষণা দিয়ে বলল দুশমনকে ভয় করো না দৃঢ় পদে শত্রুর মোকাবিলা কর।

ততক্ষণ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন তালেবান শহীদ হয়ে গিয়েছেন এবং কয়েকজন বন্দী হয়ে গিয়েছেন। আমাদের কমান্ডারদের মধ্যে মোল্লা আব্দুর রহীম আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন প্রতিটি তালেবে ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত লড়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শরীরে একফোঁটা রক্ত বাকী থাকে। তারপর প্রত্যেকে যার যার অস্ত্র সামলে নিল। এবং যুদ্ধের ময়দানের প্রতি মনযোগী হয়ে উঠল। আমরা পুনরায় মাজারই শরীফে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করা মাত্রই মোল্লা যারকাঙ্গী এর শাহাদাতের খবর শুনলাম এবং দেখি যে, মাজারের চত্তরে তিন শহীদ তালেবানের লাশ পড়ে আছে। ততক্ষণে আমাদের একটি ডাটসনও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। দেখতে দেখতে মাজার শরীফের চত্তর থেকে শহীদদের খুনের সয়লাব প্রবাহিত হতে লাগল। আব্দুল মালেকের এ ভয়ানক ষড়যন্ত্র তালেবানদের অন্তরকে গভীরভাবে আহত করল।

অবশেষে নামকরা কমান্ডার মোল্লা আখতার মনছুর আমাদের কাছে আসলেন। তিনি এসেই বললেন হে তালেবান সৈনিকদল! আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন। কোন প্রকার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, বীরত্ব প্রদর্শন কর। মোল্লা আখতার মনছুর ও আব্দুল মালেকের নেকড়ে সিপাহীদের হাতে জখমী হয়ে গিয়েছেন। অবশেষে আমরা যুদ্ধ করতে করতে মাজারই শরীফ থেকে তাশকরগান এর দিকে বের হয়ে গেলাম। এরই মধ্যে আমাদের কিছু তালেবান ক্ষুধা ও পিপাসায় শাহাদাত এর উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় দিন আসরের সময় মোল্লা আব্দুর রাজ্জাকের মিলিশিয়ারা এসে পড়ল। ইহা দেখে তালেবানরা কঠিন ক্ষুধা পিপাসা সত্ত্বেও তুমুল লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। আমরা ঐ এলাকার নামকরা কমান্ডার আব্দুল মজিদের কেন্দ্রে গেলাম। তিনি তালেবানদের পক্ষের লোক ছিলেন তখন আমাদের সঙ্গে এগার জন শহীদ এবং একশত তালেবান জখমী ছিল। পরিশেষে তিন দিন পর আমরা বাগলান ও কুন্দুজের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমাদের তালেবান সাথীরা এ পাহাড়ী অঞ্চল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। কমিউনিষ্ট ও খোদাদ্রোহী মিলিশিয়ারা এক দুজন তালেবানকে ধরতে পারলে তাদেরকে কুড়াল ও বর্শা দ্বারা শহীদ করে ফেলত।

ঘটনা তো অনেক আছে তবে আমি আমার একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। আমি, মোল্লা আব্দুল মতিন ও আরো কয়েকজন সাথী সামানগান প্রদেশের গজনী জেলার দৌলত আবাদে গ্রামের কাছাকাছি পৌছে গেলাম। সারারাত আমরা গমক্ষেতে কাটিয়ে দিলাম। শীতও ছিল খুব বেশী। সকালে দু'জন কমিউনিষ্ট এবং খোদ্রাদ্রোহী আমাকে গ্রেফতার করে ফেলল। আমার অন্যান্য সাথীরা গম ক্ষেতেই গা ঢাকা দিল। তখন আমি আল্লাহর কুদরতের একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলাম। দেখলাম যে আমাদের সামনে দুজন সাদা চুল দাড়ি বিশিষ্ট লোক আসলেন। তাঁরা আমাকে খোদাদ্রোহীদের হাত থেকে মুক্ত করিয়ে দিলেন। তারপর আমি আমার সাথীদের নিকট ফিরে গেলাম।

আমরা পনের জন তালেবান একটি পাহাড়ের উপর ছিলাম। তায়াম্মুম করে নামায পড়ছিলাম। সেখান থেকে আমরা আরেক পাহাড়ে সরে গেলাম। এবং সে পাহাড়ে রাত কাটালাম। আমি এক কাতেই রাত কাটিয়ে দিলাম। রাত্রে আমার পাঁজরের নীচে কোন কিছু গড়াচ্ছে বলে অনুভূত হল। সকালে দেখি যে আমার পাঁজরের নীচে একটি কালো বিচ্ছু রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে দংশনের হুকুম হয়নি বিধায় সে আমাকে দংশন করেনি। সেটিকে আমি মেরে ফেললাম।

এরপর আমাদের সংখ্যা একুশে দাঁড়াল। তিন দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণার পর আমরা কুন্দুজ পৌছে গেলাম। সেখানে আমরা বন্ধুবর হাশেম খাঁনের কেন্দ্রে গেলাম। কিন্তু তখন আমরা সংখ্যায় ছিলাম মাত্র ছয়জন। অবশিষ্টরা পাহাড় ও ময়দানেই রয়ে গিয়েছিল। অনবরত পায়ে হেঁটে সফর করার কারণে আমাদের পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল, যার ফলে আমরা ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারতাম না। এখানে এসে আমরা কুরআন তেলাওয়াতে লেগে গেলাম। তারপর খোদাদ্রোহীদের শশ নামক কমান্ডার পয়সার লোভে তালেবানদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। আমরা যেখানে অবস্থান করছিলাম, সে জায়গাটি খোদাদ্রোহীরা দখল করে নিল। তবে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণী এ যুদ্ধে আমাদের কোন

সাথীর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয়নি। এ যুদ্ধ শেষ করার জন্য মহিলারা মাথার উপর কুরআন শরীফ নিয়ে বের হয়ে এসেছিল। কিন্তু খোদাদ্রোহীরা তাদের মাথা থেকে কুরআন শরীফ ছিনিয়ে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেছে। এখানে আমাকে আরবাবে হাশেম খানের এক মহিলা ছয়দিন নিজ সন্তানের মতো রেখেছিলেন। এরপর আমাদের কমান্ডারগণ কুন্দুজ জয় করে ফেললেন। আমি আমার সাথীদের সাথে আবার মিলিত হলাম।

এমনিভাবে তাখারের দ্বিতীয় হামলার সময় আহমদ শাহ মাসউদ একজন হাফেয ছাত্রের চোখ উপড়ে ফেলেছিল যার পরিণামে আল্লাহ তায়ালা তার উপর ভুমিকম্পের আযাব নাযিল করেছেন। ইহা একমাত্র উক্ত ছাত্রের উপর জুলুমেরই বদলা ছিল।

বর্তমানে আফগানিস্তানে যে কোরআনী আইন রয়েছে, তা একমাত্র সে সকল মুজাহিদদের কারণেই যারা রাশিয়ার সঙ্গে জেহাদ করে নিজেদের তাজা খুনের নজরানা পেশ করেছে এবং রাশিয়াকে লাঞ্চিত ও অপদস্ত করেছে। শহীদদের পবিত্র রক্তের বিনিময়ে ইনশাআল্লাহ সারাবিশ্বে ইসলামী-আইন জারী হবেই হবে। তবে এ জন্য পূর্ব শর্ত হল প্রত্যেক আলেম ও তালিবে ইলম খেয়ানত থেকে দূরে থাকতে হবে ।

মাজার-ই-শরীফের বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ

শাবারগানের গ্রামে দাশতে লাইলা নামক ময়দানে সাড়ে তিন হাজার তালেবান কয়েদীকে হৃদয় বিদারকভাবে হত্যা করা হয়েছে। শহীদদের কবর এবং সংখ্যা সম্পর্কে জেনারেল দোস্তাম সাংবাদিকদের জানিয়েছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে, এসবই জেনারেল মালেক করেছে।

শাবারগান শহরে সত্তরজন তালেবানকে সড়কের উপর শুইয়ে দিয়ে তাদের উপর ট্যাংক চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেড়শ তালেবানকে এ বর্বর দৃশ্য দেখার জন্য বাধ্য করা হয়েছিল। একজন ছাত্র যরবে মুমিনকে রিপোর্ট দিয়েছেন যে, তালেবানদের পবিত্র খুন সড়কের ডানে বামে বন্যার মত বয়ে যেতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কয়েকজন ছাত্র এ দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি। তাঁরা বেহুঁশ হয়ে গিয়েছেন।

জেনারেল মালেকের ইরানে পলায়ন করার পর জেনারেল দোস্তাম তিনটি কূপ চিহ্নিত করেছেন যেগুলোর প্রত্যেকটিতে পঞ্চাশ থেকে একশ পর্যন্ত ছাত্রকে জীবিত নিক্ষেপ করে এবং উপর থেকে পাথর মেরে শহীদ করা হয়েছিল। জেনারেল দোস্তাম বলেছেন যে, এগুলো জেনারেল মালেকের নির্দেশেই হয়েছে।

মাইমানায় কমান্ডার মোল্লা ফযলের বাড়ীর পাশে স্থানীয় লোকেরা একটি কূপ দেখাল যার মধ্যে, তাদের মতে কয়েকশ তালেবান কয়েদীকে শহীদ করে ফেলা হয়েছিল।

মাজার-ই-শরীফের জেলখানা থেকে এক হাজার তালেবানকে বিভিন্ন সময়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেশিনগান ও ট্যাংক চাপা দিয়ে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। হেজবে ওয়াহদাতের একজন যোদ্ধা বি, বি, সি, কে মাজার-ই-শরীফের হত্যাকাণ্ডের দুদিন পর জানিয়েছে যে, আমরা গ্রেপ্তারী সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমরা শুধু গুলি করতেই জানি।

হেজবে ওয়াহদাতের লোকেরা এক ডজন তালেবান কয়েদীকে জবাই করে আব্দুল আলী মাজারীর কবরের আশে-পাশে রক্ত সমেত ঘোরা ফেরা করেছে।

তালেবানদের মহান নেতা সকলের প্রাণপ্রিয় প্রদর্শক নামকরা আলেমে দীন মজলিসে শুরার অন্যতম রোকন মাওলানা এহসানুল্লাহকে দেড়শত তালেবান সহ মাজারই শরীফের বিমান বন্দরের সন্নিকটে একেবারে নির্দয় ও নির্মম ভাবে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। মাজার-ই-শরীফ ও শাবারগানের নির্ভরযোগ্য ও পক্ষপাতবিহীন হুঁশিয়ার লোকেরা কসম খেয়ে বলেন যে, এসব কিছু ইরানের ইশারায় হয়েছে। যে সকল কয়েদী মুক্তি পেয়েছে, তাদের ভাষ্য হল গণহত্যা তখনই আরম্ভ হয় যখন ইরানের নেতৃবর্গ মাজার, শাবারগান ও মাইমানা জেল খানা পরিদর্শন করে।

ইদানীং মুক্তিপ্রাপ্ত তালেবানগণ বলেন যে, কয়েদীদের জিজ্ঞেসাবাদ ইরানীরা করতঃ এবং তারা বিদ্যুৎ শট লাগিয়ে এ স্বীকারোক্তি নিত যে, তোমরা পাকিস্তানী এবং পাক ফৌজের অফিসার। এগারজন গোয়েন্দার জন্য হা হুতাশকারী ইরান ছয় হাজার তালেবানকে বর্বরোচিতভাবে গণহত্যা করিয়েছে। তাহলে ইরান কি এতবড় জুলুম সহ্য করতে পারবে? মজলুমদের আহাজারীতে কি এ জালেম টিকে থাকতে পারবে? এর পরিণাম ভবিষ্যতে তারা স্বচক্ষেই দেখতে পাবে।

মাজার-ই-শরীফের শহীদগণ নিজেদের মূল্যবান প্রাণ উৎসর্গ করতে গিয়ে খোদাদ্রোহীদেরকে দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছে যে, এ পবিত্র জমিনে বাতিলের অবস্থান তত সহজ নয়। এর সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাসে একটি শিক্ষণীয় অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। দাশতে লাইলার ময়দান থেকে শহীদানরা আওয়াজ দিয়ে বলছে –

ঈমান, আমল, আস্থা, মনোবল আর আত্মদান।

প্রতিটি মুসলিম মানবের ইহাই নিদান।

আমরা শাহাদাতেরাপিয়াসী মুজাহিদ ইসলামের।

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!! ওরে দুশমন ইসলামের॥

ভালবাসাকারীদের প্রতি হব মোরা ফুলের ঘ্রাণ।

স্নেহভাজনদের তরে দেব বিলিয়ে নিজের প্রাণ।

রক্তে রাঙা তলোয়ার দেখিয়ে দেব শত্রুদের।

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!! ওরে দুশমন ইসলামের॥

এ নয়নাভিরাম দৃশ্য পৃথিবী, দেখেছে বহুবার।

যুদ্ধের ময়দান আমাদের লাগি, যেন খেলাঘর।

অঙ্গীকারে আমরা সত্যবাদী হুকুম মানি সর্দারের।

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!! ওরে দুশমন ইসলামের॥

ঈগলের বাসা ইহা সিংহের বাসস্থান।

জানবাযদের উদ্যান, ইহা বীরদের ফুলবাগান।

পবিত্র মাটি ইহার স্বাধীন দেশ মোদের।

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!! ওরে দুশমন ইসলামের॥

প্রথম যুদ্ধের একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা

১৯৮২ সালের দিবসটি হেরাতের মুসলমানদের উপর কেয়ামত সম দিবস ছিল। মুসলমানরা ইসলামী আইন জারীর স্বপক্ষে ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। কমিউনিষ্টরা ইসলামী সিপাহীদেরকে পূর্বেই গ্রেফতার করেছিল, তাদেরকে শহরের বাইরে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অনাবাদী জায়গায় নিয়ে এক পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড় করিয়ে কাউকে গুলী করে এবং অধিকাংশ লোককে জীবন্ত দাফন করে দিয়েছিল। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এ বিক্ষোভে নারী, শিশু ও বৃদ্ধরাও অংশ নিয়েছিল। কিন্তু রক্তপিপাসু অত্যাচারীরা সকলকেই মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিয়েছে। ১৪১৬ হিজরীতে আমি (যরবে মুমিনের লেখক) হযরত মুফতীয়ে আযম মুফতী রশীদ আহমদ সাহেবের সাথে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম যেখানে ছাব্বিশ হাজার শহীদ আরাম করছেন। হেরাতের সাবেক শাসক ইসমাঈল খাঁন কবরের কয়েকটি অংশ খুলে সেগুলির উপর কাঁচের খোল

বসিয়ে দিয়েছিলেন। কবরের ভিতর মহিলাদের বোরকা শিশুদের ছোট ছোট জুতা বৃদ্ধদের মাথা এবং তাদের শরীরে আটকানো গুলি দেখে প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে একজন প্রসিদ্ধ আফগানী কমান্ডার মুহাম্মাদ হাকীম ওয়ালস ওয়াল এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন তিনি বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। পরে উক্ত কমান্ডার বললেন আমার এজন্যই কান্না এসেছে আফগানিস্তানের নারী-শিশু ও বৃদ্ধরাও ইসলামের জন্য কি পরিমাণ কোরবানী দিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের লিডারগণ আমাদের সাথে কত বড় গাদ্দারী ও ধোকাবাজি করেছে। কমান্ডার বললেন এরূপ দৃশ্য এক দুটি নয় হাজারো দেখেছি। কমান্ডার বললেন, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি কমিউনিষ্টদের সাথে বন্ধুত্বকারী প্রফেসার বুরহানুদ্দীন রব্বানী ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার নিয়ার আহমদ শাহ মাসউদ এবং প্রফেসর সাইয়াফের নিকট জিজ্ঞেস করবে যে,অবশেষে যদি কমিউনিষ্টদের কোলে বসারই দরকার ছিল, তাহলে এ নিরপরাধ নারী-শিশু বৃদ্ধ ও নওজোয়ানদেরকে কেন শহীদ করিয়েছো? না জানি এমন কত মজলুম আছে যাদের জুলুমের কাহিনী এখনো পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই পোঁতা আছে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন এ মজলুমদের খুনের দায়-দায়িত্ব কমিউনিষ্টদের চাইতে এ সকল নেতাদের উপরই বেশী বর্তাবে, যারা আজ খুনী অপরাধীদের সাথে বসে রয়েছে। হেরাতের সাবেক শাসক ইসমাঈল খানের ভাষ্যমতে এরা কমিনউনিষ্টদের সাহায্য নিয়ে নিজেদেরই মুজাহিদ জনগণকে হত্যা করছে। এবং এমন লোকদের সাথে লড়ছে যারা ঐ সকল শহীদদেরই আশা আকাংখাকে পূর্ণ করছে।

হযরত মুফতী আযম তালেবানদেরকে বলেছেন কবর খুলে ফেলা না জায়েয। এতে শহীদদের অমর্যাদা হয়। একারণে তালেবানরা কবরগুলোকে পুনরায় বন্ধ করে দিয়েছে।

সাবেক আফগান প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহর হত্যার চিত্তাকর্ষক ঘটনা

তালেবানদের নামকরা কমান্ডার আব্দুর রহমান আগা নজিবুল্লাহ হত্যার ঘটনা এভাবে ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমি জখমী অবস্থায় হাসপাতালে ছিলাম। আমাকে আমার এক সাথী বললেন যে, মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক তালেবানদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল, যে কোন উপায়েই হোক নজীবকে তালাশ কর। নজীবকে পাওয়ার পর কোনভাবে যেন জীবিত না ছাড়া হয়। এনির্দেশের পর তালেবানরা নজীবকে তালাশ শুরু করে দিল, মোল্লা---! যিনি এখনো আমীরুল মুমিনীনের রক্ষী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত আছেন। তিনি আমার সাথে যুদ্ধে

শরীক ছিলেন। আমার জখমী হয়ে যাওয়ার পর মুজাহিদীনদের দায়িত্ব মোল্লার উপর এসে পড়েছিল। তিনি ও অন্যান্য তালেবান সমেত নজীবকে তালাশ করতে শুরু করলেন। তাঁর নিকট আমার গাড়ী ছিল। নজীব যেহেতু পলাতক ছিল। তাই তার অবাসস্থল সম্পর্কে কারো জানা ছিল না। একজন কাবুলবাসীর কাছে জানা গেল যে, সে নজীবের আবাসস্থল সম্পর্কে জ্ঞাত আছে। সে লোকটি তাঁকে নজীবের বাড়ী পর্যন্ত পৌছে দিল। সেখানে পৌছে দুজন মানুষ পাঠানো হল।

কিন্তু নজীব খুব ভীত ছিল। সে তাদের সাথে আসতে অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল, এটা আইন বিরোধী। তারপর এক সাথী ভিতরে চলে গেল এবং নজীবের হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এসে বলল, তুমি কোন কাজটি আইন অনুযায়ী করেছ। আমাদেরকে আইন বুঝাতে চাও? নজীবকে যখন তারা গাড়ীতে উঠাতে লাগল, সে বলতে লাগল, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। আমাদের সাথীরা তাকে জবাব দিল, আমাদের নেতা এখানেই উপস্থিত আছেন তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর তাকে কাবুলের কেন্দ্রীয় চত্বরে আনা হল। সেখানে তাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য রশি তালাশ করা হল, রশি না পাওয়ায় গাড়ী থেকে পেট্রোল বের করার পাইপ বের করা হল। তালেবানরা ডক্টর নজিবুল্লাহকে গাড়ী থেকে নামার হুকুম দিল। কিন্তু নজীব ভীত হয়ে গাড়ী থেকে নামতে অস্বীকৃতি জানাল এবং গাড়ীর সিট মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরল।

অবশেষে বাধ্য হয়ে তাকে গুলী করে হত্যা করতে হয়েছে। তারপর তার লাশ উক্ত পাইপ দ্বারা বেঁধে লটকানো হল। যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এভাবে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে ডক্টর নজিবুল্লাহ তার যথাযথ পাওনা পেয়ে গিয়েছে।

সে আমাকে সংবাদ দিল যে, নজীব তো বিদ্যমান আছে

তালেবান আন্দোলনের নামকরা কমান্ডার মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক নজীবের হত্যার কাহিনীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন–

প্রশ্ন ঃ কাবুলে প্রবেশ করতেই কি আপনি সুপ্রীম কমান্ডার হিসেবে প্রথমে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়েছেন? নাকি অন্য কোথাও গিয়েছেন?

উত্তর ঃ সিদ্ধান্ত ইহাই ছিল কারণ তা ছিল কেন্দ্রীয় জায়গা কিন্তু সাবধানতা বশতঃ জাতিসংঘের অফিসের দিকে গিয়েছি। যখন দেখলাম যে, সেখানে দায়িত্বশীল লোক রয়েছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতির দফতরের দিকে রওয়ানা করলাম। নজীবের পিছু নেওয়ার জন্য যে লোকটিকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। সে সময় সে দফতরের সামনে নিজ গাড়ী থেকে নামতেছিল। যখন তাকে সামনে দেখলাম আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম।

প্রশ্ন ঃ সে কোন সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা কতজন ছিল?

উত্তর ঃ সে আমাদের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংখ্যায় তারা ত্রিশ পয়ঁত্রিশজন ছিল।

প্রশ্ন ঃ তারপর সে কি করল?

উত্তর ঃ সে দফতরে প্রবেশ করে আমাকে সংবাদ দিল যে, লোক (নজীব) তো বিদ্যমান–আছে। তখন আমি বললাম যে, দফতর থেকে বের করে হত্যা করে দাও। তারপর সে আমাকে বলল হত্যার পর কি করব? আমি বললাম, এখন কি করব? সে বলল, যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে চত্বরে লটকে দিব আমি অনুমতি দিলাম সে তাই করল।

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি তাকে গ্রেফতার করেছে সে নজীবের সাথে কোন কথা বলেছিল?

উত্তর ঃ সে সময় তো আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম। এ ব্যাপারে আমি কিছুই ভাবতে পারিনি তবে এতটুকু অবশ্যই জানতাম যে, হাজারো মুসলমানকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছানো ওয়ালা নজীব আজ নিজেই মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেছে।

প্রশ্ন ঃ যে মুজাহিদ একাজটি সম্পাদন করেছে, সে কি এখন জীবিত আছে?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ! আসল লোকটি এখনো জীবিত আছে। তার কয়েকজন সাথী শহীদ হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আমার মনের খুব ইচ্ছা যে, ঐ ছাত্রের নামটি শুনব?

উত্তর ঃ (হেঁসে উঠে) তার নামটি এখন বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি সাপেক্ষে বলা যেতে পারে। এ ওয়াদা আমি আপনার সাথে করছি।

প্রশ্ন ঃ কখন থেকে কখন পর্যন্ত এসব কিছু ঘটেছিল?

উত্তর ঃ প্রায় দেড় থেকে দুইটা পর্যন্ত সব কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। যখন প্রায় দুটোর দিকে রাষ্ট্রপতি মোল্লা সাহেবকে সংবাদ ও মোবারকবাদ দিলাম তখন তিনি বললেন যে, এতবড় কাজ আপনি আঞ্জাম দিয়েছেন এজন্য আপনাকে মোবারকবাদ।

সমাপ্ত
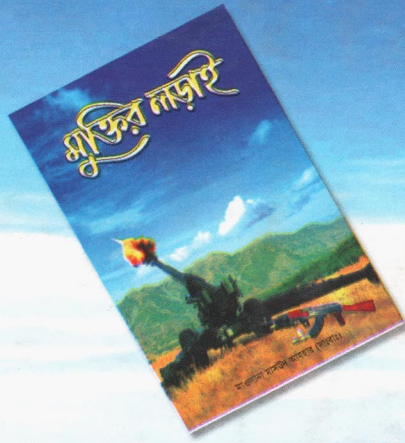
জাগো বিপ্লবী বিদ্রোহী প্রাণ জাগো চির রণবীর
তোমরাই হবে সিপাহ সালার নতুন শতাব্দীর॥
জাগো হে নবীন কর মোর সাথে দীপ্ত অঙ্গিকার
তোমাদেরকেই নিতে হবে পুনঃ নয়া জামানার মহাভার॥
যামানার সাথে বদলায় যারা তাহারা বড় অসহায়
তাহারাই মহা-মানব, যাহারা যামানারে বদলায়॥
শেষ যামানায় প্রথম যুগের অবাক করা সেই দৃশ্য
একদিকে এক মর্দে মুমিন আরেক দিকে সারা বিশ্ব॥

সংগৃহীত

পয়গামে শুহাদা-বাংলাদেশ